ঘরে ফেরা

(ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন কর্মসূচি)

ঋণ নীতিমালা ২০১৪

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মুখবন্ধ

আধুনিক যুগে মানব সভ্যতা অভাবনীয় সফলতা লাভের গৌরব অর্জন করলেও পাশাপাশি সমাজের চরম হতাশা ও ব্যর্থতার চিত্রও ফুটে উঠেছে। মানবজাতি সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঈর্ষণীয় সাফল্য নিয়ে যতই গর্ব করুক না কেন, তার ললাটে কলঙ্ক চিহ্নের মতো গড়ে উঠেছে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে নোংরা পুঁতিগন্ধময় অসংখ্য বস্তি। তেমনি আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলোতেও নোংরা পুঁতিগন্ধময় অসংখ্য বস্তি গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর বন্যা, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয়ে সারা দেশ হতে অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার সন্ধানে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বস্তিগুলোতে আশ্রয় নেয়। দারিদ্র্য পীড়িত এসব অসহায় মানুষ স্ত্রী-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। সভ্যতার আলো এখানে পৌঁছায় না। প্রযুক্তির অভাবনীয় অর্জনসমূহ এখানে এসে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। জীবন ও জীবিকার তাগিদে অনেকে জড়িয়ে পড়ে নানা অসামাজিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এখানে জন্ম নেয়া প্রতিটি শিশু বেড়ে ওঠে পঙ্কিল অসুস্থ এক প্রতিকূল পরিবেশে। এ সমস্ত বস্তিবাসীরা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। সহায়-সম্বলহীন ও ভাগ্য বিড়ম্বিত বস্তিবাসী মানুষকে আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে বসবাসের সুযোগ করে দেয়ার জন্য এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার সামর্থ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্ব-উদ্যোগে 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিটি পুনরায় চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় যা থেকে ইতোমধ্যে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা তহবিল ছাড় করা হয়েছে। তন্মধ্য হতে ৯৫৩টি বস্তিবাসী পরিবারকে (উপকারভোগী-৪৭৬৫জন) ৩.৭৬ কোটি টাকা বিতরণের মাধ্যমে গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে "রূপকল্প-২০২১" ঘোষণা করেছেন। 'ঘরেফেরা' কর্মসূচি সরকারের এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বস্তিবাসী ছিন্নমূল মানুষ পুনরায় গ্রামে ফিরে গিয়ে শেকড়ের সন্ধান পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে সমাজের স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে 'ঘরেফেরা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের মহতি দায়িত্ব অর্পণ করায় ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যায় আমিও গর্ব অনুভব করছি। আমি আশা করি, ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের সর্বোচ্চ মেধা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। এ কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার নিমিত্তে গ্রামে ফিরে যাওয়া প্রতিটি বস্তিবাসী পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল হতে ২.০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। গৃহায়ন তহবিল হতে ২.০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করায় ঘরে ফেরা নীতিমালা-২০০৯ সংশোধন করে সংশোধিত ঋণ নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত। সংশোধিত ঋণ নীতিমালায় ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সুচারুরূপে এ কর্মসূচির পরিবর্তিত নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রণয়ন করতে সক্ষম হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। আশাকরি এ নীতিমালা ও নিয়মাচার 'ঘরেফেরা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিচালন কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে কাজের ধারা নিয়মতান্ত্রিক, গতিশীল ও সুসংহত হবে। এ নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রণয়নে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এদেশ গড়ার দায়িত্ব আমার-আপনার-সকলের। আসুন, আমরা সবাই মিলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং সারা বিশ্বের মডেল হিসেবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে গড়ার সংকল্প নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'ঘরেফেরা' কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করি।

তারিখ ঃ ২৪-০৯-২০১৪ খ্রীঃ

(মোঃ আবদুস সালাম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সূচিপত্র

বিষয় ঃ				পৃষ্ঠা
কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য				১
ছিন্নমূল মানুষের সংজ্ঞা				২
কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাঠামো				২
ঋণ গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি/পরিবার				৩
কর্মসূচির এলাকা				৩
একক/দলগত ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন				৩
ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সমূহ				৩
ঋণ গ্রহিতাদের প্রশিক্ষণ				৪
ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ				৪
একক/পরিবার ভিত্তিক ঋণ গ্রহিতা/গ্রহিতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য				৫
ঋণের খাতসমূহ				৫
ঋণের জন্য গৃহীতব্য দলিলপত্রাদি				৫
ঋণের পরিমাণ				৬
ঋণের সময়কাল, সর্বোচ্চ ঋণের সীমা ও আদায়যোগ্য কিস্তির প্রকৃতি				৭-৯
ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা				৯
ঋণ প্রদান				৯
ঋণের জামানত ও জামিনদার				১০
ঋণদান পদ্ধতি				১০
ঋণের সার্ভিস চার্জ				১০
ঋণের কিস্তি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি				১০
ঋণ আদায় ও সঞ্চয় সংগ্রহ পদ্ধতি				১১
ঋণ আদায়ে গৃহীতব্য ব্যবস্থা				১১
ব্যক্তিগত তহবিল				১১
ঋণ হিসাবের খাত				১১-১২
ঋণের তদারকি ও পরিধারণ				১২-১৩
ঋণ ও সঞ্চয় পাশ বই				১৩
দলগতভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি				১৩-১৬
ঋণ কার্যক্রমের পদক্ষেপসমূহ				১৬-১৭
গৃহায়ন তহবিল ঋণ নীতিমালা				১৭
সংযুক্তি-	১	ঃ	“ঘরেফেরা” কর্মসূচির ঋণের আবেদন পত্র	১৮-১৯
	২	ঃ	ঋণের সুপারিশ ও মঞ্জুরী প্রতিবেদন	২০-২১
	৩	ঃ	অংগীকারনামা	২২
	৪	ঃ	ঋণ গ্রহিতার পিতার অংগীকারনামা	২৩
	৫	ঃ	ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা পত্র	২৪
	৬	ঃ	ঋণের মঞ্জুরী পত্র	২৫
	৭	ঃ	দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা	২৬
	৮	ঃ	ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র	২৭
	৯	ঃ	গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদনপত্র	২৮-২৯
	১০	ঃ	গ্রুপের স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্র	৩০
	১১	ঃ	ঋণ ও সঞ্চয় পাশ বই	৩১-৩৪
	১২	ঃ	ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণী	৩৫
	১৩	ঃ	গৃহায়ন তহবিল ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণী	৩৬
	১৪	ঃ	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন	৩৭
মাঠ জরিপ প্রতিবেদনঃ অংশ-	ক	ঃ	জরিপকালে বস্তিবাসী প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তের প্রশ্নমালা	৩৮-৪১
মাঠ জরিপ প্রতিবেদনঃ অংশ-	খ	ঃ	সনাক্তকারীর প্রদত্ত তথ্যের ছক	৪২-৪৪
মাঠ জরিপ প্রতিবেদনঃ অংশ-	গ	ঃ	মাঠকর্মী কর্তৃক বস্তিবাসীর ভিটা/বাড়ী সরেজমিনে তদন্তের ছক	৪৫
বস্তি জরিপ ফরম		ঃ		৪৬-৪৯

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ফোন ঃ ০২-৯৫৫১৬৩০
ফ্যাক্স ঃ ০২-৯৫৬১২১১

রুরাল এন্ড মাইক্রোক্রেডিট বিভাগ

অপারেশন পরিপত্র নং-০৯/২০১৪

তারিখ ঃ ০৯/০৬/১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৪/০৯/২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ

বিষয় ঃ "ঘরে ফেরা" (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন)
কর্মসূচির ঋণ প্রদান সংক্রান্ত সংশোধিত ঋণ নীতিমালা-২০১৪

প্রতি বৎসর সারাদেশ হতে ছিন্নমূল সহায়-সম্বলহীন মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার সন্ধানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বস্তিগুলোতে এসে আশ্রয় নেয়। দারিদ্র্য পীড়িত এ সকল ছিন্নমূল মানুষ বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে শহরগুলোতে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি ও পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। বস্তিবাসীর এসব সমস্যা দূর করে তাদেরকে স্ব-গ্রামে পুনর্বাসনের জন্য ১৯৯৮ সালে বিকেবি "ছিমাস্বপ" অর্থাৎ ছিন্নমূল মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন শিরোনামে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। ২০শে মে ১৯৯৯ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসূচিটি উদ্বোধনকালে কর্মসূচিটিকে "ঘরেফেরা" নামে অভিহিত করেন। কর্মসূচিটি চালুর পর বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে ঋণ আদায় কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ায় ২০০২ সনে কর্মসূচিতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা হয়।

০২। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করেছেন। ২০১৩ সালের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা ৪.৫০ কোটিতে নামিয়ে আনার জন্য ছিন্নমূল বস্তিবাসীদের স্ব-গ্রামে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে "ঘরেফেরা" কর্মসূচিকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এলক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের পত্র নং অম/অবি/বা-১/বিবিধ(২৪)/২০০৯/৮৮০ তারিখ ৩০-০৯-০৯ মূলে "ঘরেফেরা" কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা অনুমোদন করা হয়।

০৩। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বিগত ২৮-১০-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯২ তম সভায় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী 'ঘরেফেরা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঘরে ফেরা (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির ঋণ প্রদান সংক্রান্ত হালনাগাদ নীতিমালা ডিএমডি-১/পরিপত্র নং-০৫/২০০৯ তারিখ ২৯-১২-২০০৯ জারী করা হয়। সে থেকে 'ঘরে ফেরা' সেল পূর্নোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

০৪। অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বাস্তবায়নাধীন ঘরে ফেরা কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও গতিশীল করার জন্য এ কর্মসূচির সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করে গৃহায়ন তহবিল হতে ২.০০ কোটি টাকা ঋণ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বস্তিবাসীকে বসতঘর নির্মাণ খাতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা করে ঋণ বিতরণ করা হবে (গৃহায়ন তহবিলের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)। এ লক্ষ্যে 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা-২০০৯ এর সাথে গৃহায়ন তহবিল ঋণ নীতিমালা সম্পৃক্ত করে সংশোধিত ঋণ নীতিমালা-২০১৪ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৭-০৬-২০১৪ তারিখের ৬১৬তম সভার অনুমোদনক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৩.০১৩.০০২.০০.০০.২২/১৯৯৯(৪)-১০৪ তারিখ ১০-০৮-২০১৪ মূলে 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির সংশোধিত ঋণ নীতিমালা-২০১৪ নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়।

০৫। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত "ঘরে ফেরা" (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির ঋণ প্রদান সংক্রান্ত সংশোধিত ঋণ নীতিমালা-২০১৪ এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। উক্ত পরিপত্রের দিক নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন করে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করা হলো। এই পরিপত্র জারীর তারিখ থেকে ডিএমডি-১/পরিপত্র নং-০৫/২০০৯ তারিখ ২৯-১২-২০০৯ বাতিল বলে গণ্য হবে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কোন সংশয় দেখা দিলে রুরাল এন্ড মাইক্রোক্রেডিট বিভাগের সাথে যোগাযোগের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

(ড. মোঃ জালাল উদ্দিন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৮৫৮৭২

নং প্রকা/রুমাবি-২৫৪(ঘরেফেরা)/২০১৪-২০১৫/৬১৪(১৫০০) তারিখ ঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয় বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৮। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, চট্টগ্রাম ও খুলনা।
০৯। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। উপমহাব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয় ঢাকাকে উপরোক্ত পরিপত্রটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
১৪। নথি/মহানথি।

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৫১৬৩০

(৫) ছিন্নমূলদের গ্রামে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের ঘাটতি দূর করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

(৬) বস্তির পঙ্কিল পরিবেশ হতে স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে বস্তি-কেন্দ্রিক অপরাধীদের আশ্রয়ের সুযোগ বন্ধ ও সমাজে অপরাধের পরিমাণ হ্রাস করা;

(৭) কর্মসূচির আওতাভুক্ত বস্তিবাসী পরিবারকে সার্বিকভাবে শিক্ষাসহ স্বাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা প্রদান;

(৮) পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;

(৯) ভাগ্য বিড়ম্বিত বস্তিবাসী ছিন্নমূল মানুষকে গ্রামের বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার করা।

০৩। ছিন্নমূল মানুষের সংজ্ঞা ঃ

গ্রামে স্থায়ী ঠিকানা ছিল/রয়েছে অথচ বর্তমানে বস্তিতে বসবাস করছে এ ধরনের যে কোন ব্যক্তি ছিন্নমূল হিসেবে গণ্য হবেন। এই ছিন্নমূলদের ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) যাদের গ্রামে বসতভিটা, ভিটার উপর বসত ঘর, স্বল্প পরিমাণ জায়গা জমি রয়েছে - প্রথম শ্রেণি।

(খ) যাদের বসত ভিটা রয়েছে এবং ঐ বসত ভিটার উপর ঘর রয়েছে কিন্তু কোন আবাদযোগ্য জমি নেই অথবা যাদের গ্রামে বসত ভিটা রয়েছে এবং ভিটার উপর কোন ঘর নেই কিন্তু স্বল্প পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি রয়েছে-২য় শ্রেণি।

(গ) যাদের শুধু ভিটা রয়েছে, ভিটার উপর কোন ঘর নেই, জায়গা জমি নেই - তৃতীয় শ্রেণি।

(ঘ) যাদের কোন ভিটা, বসতঘর, জায়গা জমি কিছুই নেই (বস্তিতে আসার পূর্বে সে গ্রামে অবস্থা সম্পন্ন কোন পরিবারের আশ্রিত কিংবা কোন স্বজনের উপর নির্ভরশীল ছিল) - চতুর্থ শ্রেণি।

০৪। কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাঠামো ঃ

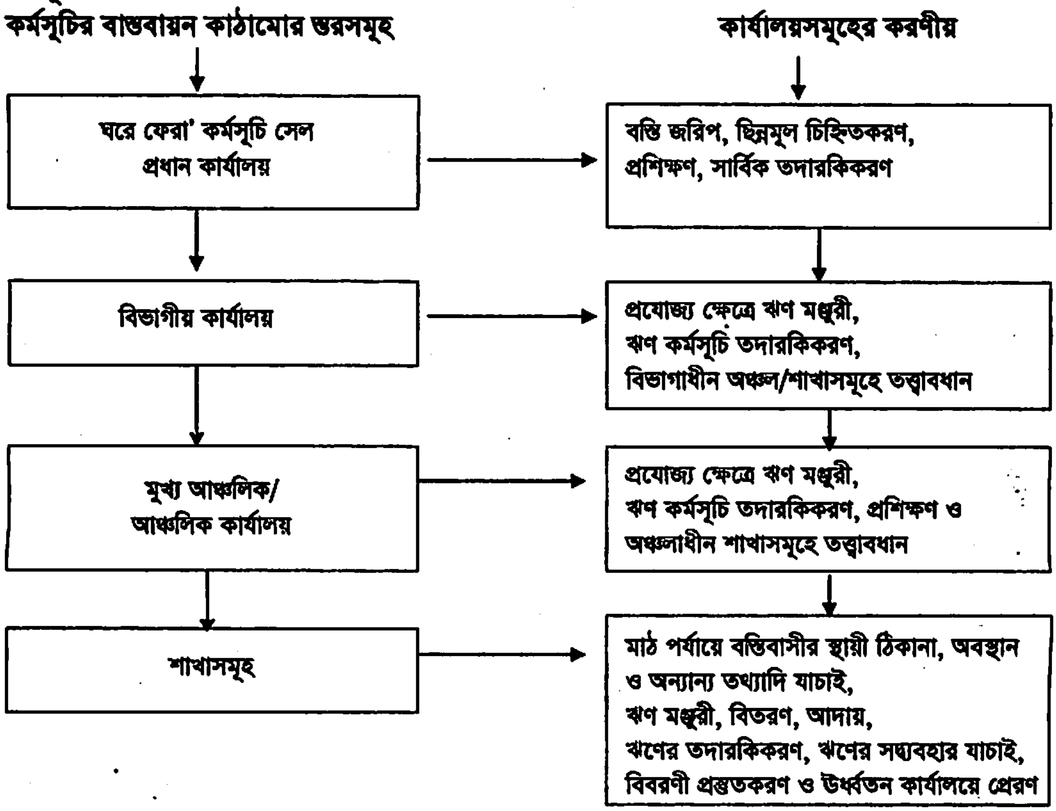

"ঘরে ফেরা"(ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা-২০১৪

ভূমিকা ঃ

প্রতিবছর সারা দেশ হতে ছিন্নমূল সহায় সম্বলহীন মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার সন্ধানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বস্তিগুলোতে এসে আশ্রয় নেয়। দারিদ্র্য পীড়িত এ সব ছিন্নমূল মানুষ বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে এবং এর ফলে শহরগুলোতে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি ও পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এসব ছিন্নমূল বস্তিবাসীকে স্ব-গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের এক মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগটি "ঘরে ফেরা" ঋণ কর্মসূচি নামে পরিচিত। কর্মসূচিটি প্রথমে "ছিমাস্বপ" অর্থাৎ ছিন্নমূল মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন শিরোনামে শুরু হয়। পরে ২০ মে ১৯৯৯ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসূচিটি উদ্বোধনকালে কর্মসূচিটিকে "ঘরে ফেরা" নামে অভিহিত করেন।

১৯৯৯ সালে কর্মসূচিটি ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে শুরু হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আওতাধীন ৫(পাঁচ)টি বিভাগে পুনর্বাসন কার্যক্রম সীমিত রাখা হয়। কর্মসূচিটি চালুর এক পর্যায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যাংকের জনবল ঘাটতির কারণে নিবিড় তদারকির অভাবে ঋণ আদায় ও বিতরণ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং ২০০২ সনে কর্মসূচিটি স্থগিত করা হয়।

বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের দরিদ্রের সংখ্যা ৪.৫ কোটিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে দারিদ্র্য নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাই সরকারের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিটি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে গত ২৬-০৫-০৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিটিকে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঢাকা শহরের ৩/৪টি বস্তিতে চালু করতঃ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিকান্তে কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন পূর্বক পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করে কর্মসূচিটি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে কর্মসূচিটি সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে কর্মসূচির নীতিমালা হালনাগাদ করে অনুমোদনের নিমিত্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নীতিমালা হালনাগাদ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পর মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/অবি/ঋণ-১/বিবিধ(২৪)/২০০৯/৮৮০ তারিখ ৩০/০৯/২০০৯ মূলে নীতিমালাটি অনুমোদন করা হয়। গত ২৮-১০-০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৯২তম সভায় নীতিমালা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও পরিচালন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'ঘরেফেরা' কর্মসূচি সেল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'ঘরেফেরা' কর্মসূচির পরিবর্তিত নীতিমালা ডিএমডি-১ পরিপত্র নং ০৫/২০০৯ তারিখ ২৯-১২-২০০৯খ্রিঃ জারী করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বাস্তবায়নাধীন 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এ কর্মসূচির সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করে গৃহায়ন তহবিল হতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বস্তিবাসীকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা করে ঋণ বিতরণ করা হবে।

০১। কর্মসূচির শিরোনাম ঃ 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি

০২। কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(১) বস্তিতে মানবেতর জীবন-যাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের স্বস্তিকর পরিবেশে নিজ এলাকার বাসগৃহে প্রত্যাবাসন এবং কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান;

(২) বস্তিতে বসবাসকারী দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি উন্নত পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ প্রদান;

(৩) বস্তি হতে ছিন্নমূলদের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন করার মাধ্যমে শহরের নোংরা পূঁতিগন্ধময় পরিবেশের উন্নতি সাধন;

(৪) শহরের রিকশা, ঠেলাগাড়ী ও ভ্যানগাড়ী চালকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করে নগর জীবনকে যানজট মুক্ত করা;

খ) ঋণের খাত নির্বাচন ঃ যেহেতু কর্মসূচিটি নিবিড় তত্ত্বাবধানমূলক ঋণ ব্যবস্থার আওতাধীন তাই অর্থনৈতিক/ ব্যবসায়ী প্রকল্প/খাত নির্বাচন এবং ঋণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/পরিবার এবং ব্যাংক কর্মকর্তার যৌথ পরামর্শে/আলোচনায় ঠিক করা হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ ব্যক্তি/পরিবারের কর্তা, যে ক্ষেত্রে/ক্ষেত্রসমূহের জন্য ঋণ চাওয়া হয়েছে সে অঞ্চলে সে সকল খাতের/কর্মকাণ্ডের বর্তমান অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা এবং গৃহায়ন তহবিল ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণের আবশ্যকতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থেকে উপার্জন ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের স্থায়িত্ব ইত্যাদি।

(গ) ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সাহায্য এবং কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) ঋণ মঞ্জুরী ঃ শাখা ব্যবস্থাপক সংযুক্তি-২ এর মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করবেন। যে ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা শাখা ব্যবস্থাপকের ব্যবসায়িক ক্ষমতার আওতাভুক্ত নয় সেক্ষেত্রে শাখা ঋণ কেইসটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। মুখ্য আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের ব্যবসায়িক ক্ষমতা বহির্ভূত হলে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় ঋণ কেইসটি বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। ঋণ মঞ্জুরকারী কার্যালয় সর্বোচ্চ ২(দুই) দিনের মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করে শাখায় ঋণ নথি ফেরৎ পাঠাবে। শাখা ঋণ নথি ফেরত পাওয়ার পর অনতিবিলম্বে মঞ্জুরী পত্র জারী করবে।

০৯। ঋণ গ্রহিতাদের প্রশিক্ষণ ঃ

ঋণ গ্রহিতাদের ঋণ প্রদানের পূর্বে ১(এক) দিনের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান কার্যালয় হতে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক কার্যালয় হতেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত হবে ঃ

- কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞানদান;
- ঋণ গ্রহিতা পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- ঋণ গ্রহিতা/সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোকপাত;
- শৃংখলাবোধ, নেতৃত্ব দান ইত্যাদি;
- ঋণের খাতসমূহের বিশ্লেষণ, ফরমপূরণ, পাশবই, নথিপত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি;
- বিভিন্ন কাজে দক্ষতা আনয়নে সহায়তা দান;
- উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ;
- পণ্য পরিবহন ও উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি;
- এ কর্মসূচিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের স্থান নেই, এই মর্মে সচেতনতা প্রদান;
- সার্বিকভাবে শিক্ষাসহ স্বাক্ষরতা অর্জনে সহায়তাদান, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব, মাদক সেবন ও ধূমপানের অপকারিতা, যৌতুকবিহীন বিবাহ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি।

১০। ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ

বিভাগীয়/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাদের স্ব-স্ব দফতরে কর্মসূচির নিয়মাচার/নীতিমালা ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং মূল্যায়নের জন্য ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের "ঘরে ফেরা" কর্মকাণ্ডের জন্য গঠিত "ঘরে ফেরা" সেলকে অবহিত করবেন। কর্মসূচির উপর অধিকতর দক্ষতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি ৩ (তিন) মাস পর পর পর্যায়ক্রমে এ জাতীয় কোর্সের আয়োজন করতে হবে। এর জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

০৫। "ঘরে ফেরা" কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি/পরিবারঃ

(১) গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী শহরে বসবাসকারী ছিন্নমূল ব্যক্তি/পরিবার;
(২) কর্মক্ষম পুরুষ/মহিলা;
(৩) ঋণ আবেদন পেশ করার তারিখে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর;
(৪) বর্গাচাষে যোগ্যতা রয়েছে এ ধরনের পুরুষ/মহিলা;
(৫) যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারেন এ ধরনের উদ্যোগী পুরুষ/মহিলা।

০৬। কর্মসূচির এলাকাঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঢাকা শহরের ৩/৪টি বস্তিতে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষ যারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আওতাভুক্ত গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী তারা এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা শহরের অন্যান্য বস্তি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও অন্যান্য বড় বড় শহরের বিভিন্ন বস্তির ছিন্নমূলদের এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

০৭। একক/দলগত (গ্রুপ) ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়নঃ

(১) কর্মসূচি একক পরিবার ও দলগত (গ্রুপ) পরিবার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে একক পরিবার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করা হবে;
(২) গ্রাম ভিত্তিক ছিন্নমূল/ঋণ গ্রহিতা পরিবারের সংখ্যা ৩-৬ বা বেশি হলে দলগতভাবে (গ্রুপ ভিত্তিক) ঋণ বিতরণ করা যাবে;
(৩) এখানে পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান যারা একান্নভুক্ত থাকেন তাদের সমষ্টিকে বুঝাবে;
(৪) ঋণের আবেদনকারী বলতে স্বামী ও স্ত্রীকে যৌথভাবে বুঝাবে;
(৫) স্বামী বা স্ত্রী কারো একজনের অনুপস্থিতিতে (মৃত, তালাকপ্রাপ্ত) স্বামী বা স্ত্রীর সংগে কর্মক্ষম পুত্র বা কন্যা ঋণের যৌথ আবেদনকারী হবেন;
(৬) যে ক্ষেত্রে কোন ছিন্নমূলের স্বামী বা স্ত্রীসহ যৌথভাবে আবেদন করা একেবারে সম্ভব নয় এবং পুত্র ও কন্যা নেই বা পৃথকভাবে বসবাস করেন সে ক্ষেত্রে সে ছিন্নমূল পরিবার ভিত্তির পরিবর্তে এককভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

০৮। ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহঃ

(ক) ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনঃ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বস্তি জরিপে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ব্যক্তি/পরিবারের ঠিকানা ও অন্যান্য বিষয়াবলী সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্য বস্তিবাসীর স্ব-স্ব এলাকার সংশ্লিষ্ট শাখায়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ নামের তালিকা প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তা মাঠ জরিপ প্রতিবেদন "ক" "খ" ও "গ" ছকে তদন্ত সম্পন্ন করে শাখার মন্তব্য ও সুপারিশসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে গঠিত "ঘরে ফেরা" সেলে প্রেরণ করবে। "ঘরে ফেরা" সেল মাঠ জরিপ প্রতিবেদন ছক ক,খ,গ এর তথ্য পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য ঋণ গ্রহিতাদের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং উক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। শাখা উক্ত তালিকার ভিত্তিতে ঋণের আবেদন পত্র (সংযুক্তি-০১) গ্রহণ করবে। ঋণ আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার মাঠ কর্মকর্তা/মাঠকর্মী সরেজমিনে তদন্ত ও মূল্যায়ন করবেন ও সংযুক্তি-০২ ফরমে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মঞ্জুরীর জন্য ব্যবস্থাপকের নিকটে পেশ করবেন যার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করবেন। মঞ্জুরীযোগ্য ঋণের পরিমাণ শাখা ব্যবস্থাপকের মঞ্জুরী ক্ষমতার উর্ধ্বে হলে তা শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশসহ মঞ্জুরীর জন্য মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ঋণ কেস বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকের ব্যবসায়িক ক্ষমতার মধ্যে হলে অঞ্চল প্রধানের সুপারিশসহ বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ ঋণের জন্য কোন আবেদন ফি, মূল্যায়ন ফি, ও সার্চ ফি গ্রহণ করা যাবে না। আবেদনের সাথে আবেদনকারীর ০৩(তিন) কপি সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটো কপি (যদি থাকে), স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয় পত্র/নাগরিক সনদ পত্র জমা নিতে হবে। পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচি বিধায় স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের এবং স্ত্রী বা কোন সন্তানসহ ঋণের আবেদন করলে স্ত্রীর ও সন্তানের উভয়ের ছবি প্রয়োজন হবে। যে কোন ক্ষেত্রে সংশয়ের সৃষ্টি হলে শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ কেইসটি যাচাই করে দেখবেন।

(ঞ) রেভিনিউ স্ট্যাম্প সম্বলিত ডিপি নোট (ক্রেডিট পলিসি এন্ড অপারেশন ম্যানুয়েল /২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং.১৮.০৪ "খ" উপ-ক্রমিক অনুযায়ী) ;

(ট) দায়বন্ধকী দলিল (যানবাহন ও অন্যান্য দায়বদ্ধ সম্পদের জন্য ঋণ ম্যানুয়েল অনুসারে);

(ঠ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ধকী দলিল সম্পাদন (১,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে) ;

(ড) ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা পত্র/পারসোনাল গ্যারান্টি (তৃতীয় পক্ষের জামানতের ক্ষেত্রে) ;

(ঢ) তৃতীয় পক্ষের জামানতের বেলায় ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্যান্য দলিল পত্রাদি;

(ণ) ঋণের মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে) ;

(ত) ছিন্নমূল পরিবারের গ্রুপের সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন; (সংযুক্তি-৯ গ্রুপের ক্ষেত্রে);

(থ) গ্রুপের স্বীকৃতির জন্য আবেদন (সংযুক্তি-১০ গ্রুপের ক্ষেত্রে);

(দ) ঋণ ও সঞ্চয়ের পাশ বই (সংযুক্তি-১১ সব ঋণের ক্ষেত্রে);

(ধ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত নাগরিকতা সনদপত্র/পরিচয়পত্র (সব ঋণের ক্ষেত্রে) ;

(ন) জাতীয় পরিচয় পত্র/ভোটার আইডি কার্ড;

(প) গৃহায়ন তহবিল ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার নিজ নামে/পৈত্রিক ভিটা থাকতে হবে। গৃহায়ন তহবিলের মাধ্যমে নির্মিত ভবন গৃহায়ন তহবিলের নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী হতে হবে।

১৪। ঋণের পরিমাণঃ

কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে ছিন্নমূলের যোগ্যতা যাচাই করে ঋণের সীমা নির্ধারণ করা যাবে। তবে ৩ নং ক্রমিকে ছিন্নমূল মানুষকে যে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে সেই বিভাজন অনুযায়ী ছিন্নমূলের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) বসতভিটা, বসতঘর এবং সামান্য জায়গা জমি রয়েছে
এমন ছিন্নমূল পরিবারের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ- প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে - ২,৪০,০০০/-

(খ) বসতভিটা, ভিটার উপর বসতঘর আছে ,
কোন জায়গাজমি নেই এমন অথবা বসতভিটা ও স্বল্প পরিমাণ জমি রয়েছে এমন
ছিন্নমূল পরিবারের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ - দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে - ১০০,০০০/-

(গ) ভিটা আছে কিন্তু ভিটার উপর ঘর নেই এবং কোন জায়গা জমি নেই এমন ছিন্নমূল
পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ-তৃতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে - ৮০,০০০/-

(ঘ) ভিটা, বসতঘর এবং জায়গাজমি কিছুই নেই এমন ছিন্নমূল পরিবারের সর্বোচ্চ
ঋণের পরিমাণ - চতুর্থ শ্রেণির ক্ষেত্রে - ৫০,০০০/-

(ঙ) বিশেষ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জরিপের তথ্যের উপর ভিত্তি করে যাচাইকারী কর্মকর্তাদের সুপারিশের আলোকে পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণের সীমা নির্ধারণ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা (একক ক্ষেত্রে) ৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকবে;

(চ) যুক্তিযুক্ত ক্ষেত্রে ৪.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরীর প্রয়োজন হলে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে;

(ছ) যে সকল ছিন্নমূলের নিজ নামে বসতভিটা, বসতঘর বা জায়গা জমি নেই কিন্তু তার পিতার নামে এ সকল সম্পত্তি রয়েছে এবং পৈত্রিক সূত্রে এ সম্পদগুলোর যে মালিকানা স্বত্ব পাবে তাকে উপরোক্ত ৪টি (১ম,২য়,৩য় ও ৪র্থ) ক্যাটাগরির মধ্যে যা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে অনুযায়ী ছিন্নমূলের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার পিতার নিকট হতে স্থাবর সম্পত্তির উপর পুত্রের মালিকানার অধিকার থাকবে এবং তাকে স্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রদান করবে এ মর্মে (সংযুক্তি-৪) একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে;

(জ) জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঘরে ফেরা ও গৃহায়ন তহবিল ঋণসহ সাকুল্যে ১,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হবে না।

১১। একক পরিবার ভিত্তিক ঋণ গ্রহিতা/গ্রহিতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(১) ঋণের অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা;
(২) ঋণের অর্থে অর্জিত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবসায়ে ব্যবহার অব্যাহত রাখা;
(৩) সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা জমা দান;
(৪) পাশ বই সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও সময়মত ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর স্বাক্ষর গ্রহণ;
(৫) পাশ বইতে প্রতিমাসে একবার শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর গ্রহণ;
(৬) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (বৃক্ষরোপণ, স্বাক্ষরতা অর্জন, স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, মাদক সেবন ও ধূমপান বর্জন, যৌতুক বিহীন বিবাহে সহায়তাদান প্রভৃতি)।

১২। ঋণের খাতসমূহ ঃ

- মুদি দোকান ও স্বল্প পুঁজির দোকানপাট করা;
- পরিবহন ক্রয়ঃ বেবী ট্যাক্সি, টেম্পো, রিক্সা, রিক্সাভ্যান, নৌকা, যন্ত্রচালিত নৌকা ইত্যাদি;
- ছোট ওয়ার্কশপ /কারখানাঃ সার্ভিসিং ও উৎপাদনমূলক;
- বেত ও বাঁশের কাজ;
- কুটির শিল্প;
- ক্ষুদ্র পুঁজির কাপড়ের ব্যবসাসহ সেলাই কাজ;
- কামার, কুমার, জুতা সেলাই, জুতা পালিশ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, হাত পাখা তৈরী, মোমবাতি তৈরী;
- নিজ জমিতে শস্য উৎপাদন, শাকসব্জি ও ফলমূল চাষ;
- বর্গা জমিতে চাষাবাদ;
- হাঁস-মুরগী পালন;
- গরু ছাগল পালন;
- মাছ চাষ;
- বসতঘর নির্মাণ;
- বসতঘর সংস্কার;
- অন্যান্য আনুষঙ্গিক আয় উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

১৩। ঋণের জন্য গৃহীতব্য দলিল পত্রাদিঃ

(ক) বিনামূল্যে ঋণের দুই কপি আবেদনপত্র (সংযুক্তি-১) সকলের জন্য;
(খ) ছিন্নমূল পরিবারের মাঠ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য ও আবেদনকৃত ঋণের সুপারিশপত্র (সংযুক্তি-২) ;
(গ) গ্রামে অবস্থান প্রসংগে ঋণ গ্রহিতাদের অঙ্গীকারনামা (সংযুক্তি-৩) ;
(ঘ) নিজ নামে ছিন্নমূলের বসতভিটা, বসতঘর ও আবাদী জমি না থাকলে বর্তমানে পৈত্রিক সহায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ছিন্নমূলের শ্রেণীভুক্ত করা হলে (অনুচ্ছেদ ১৪ 'ছ') পিতার নিকট হতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ (সংযুক্তি-৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
(ঙ) বস্তিবাসী ঋণ গ্রহিতা পরিবারসহ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস প্রসঙ্গে জামিনদার এর ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা পত্র (সংযুক্তি-৫) সকলের জন্য;
(চ) প্রত্যেক আবেদনকারীর ৩ (তিন) কপি করে ছবি (শাখা ব্যবস্থাপক / ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে) ;
(ছ) ঋণ মঞ্জুরীপত্র (সংযুক্তি-৬) ;
(জ) দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা (সংযুক্তি-৭) সকলের জন্য;
(ঝ) ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র (সংযুক্তি-৮) সকলের জন্য;

১৫। ঋণের সময়কাল, সর্বোচ্চ ঋণের সীমা ও আদায়যোগ্য কিস্তির প্রকৃতিঃ

ক্রমিক নং	খাত	ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা	ঋণের সর্বোচ্চ সীমা	কিস্তির প্রকৃতি
০১।	মুদি দোকান ও স্বল্প পুঁজির দোকান পাট করা (যেমন লবণ, কেরোসিন, পান-সুপারি, মসলা, হাড়ি-পাতিল, কৃত্রিম অলঙ্কার, দিয়াশলাই, ধান চাউল, ভোজ্য তেল, ক্ষুদ্র চা ষ্টল ইত্যাদি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যা প্রয়োজন এসব আইটেমের ব্যবসা)	গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস বাদে পরবর্তী ৫৭ মাস (সর্বমোট ৫ বছর)।	৫০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৩ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৪র্থ মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ৪ বছর ৯ মাসে আদায়যোগ্য।
০২।	পরিবহন ব্যবসাঃ			
	রিক্সা	গ্রেস পিরিয়ড ২ মাস বাদে পরবর্তী ৩৪ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	২০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ২ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৩য় মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ১০ মাসে আদায়যোগ্য।
	ঠেলাগাড়ী / টমটম / মহিষের গাড়ী / গরুর গাড়ী	গ্রেস পিরিয়ড ২ মাস বাদে পরবর্তী ৩৪ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	২০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ২ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৩য় মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ১০ মাসে আদায়যোগ্য।
	১টি ঘোড়া	গ্রেস পিরিয়ড ২ মাস বাদে পরবর্তী ৩৪ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	৫০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ২ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৩য় মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ১০ মাসে আদায়যোগ্য।
	রিক্সা ভ্যান/ভ্যান গাড়ী	ঐ	২০,০০০/-	ঐ
	নৌকা (কাঠের)	ঐ	২০,০০০/-	ঐ
	যন্ত্রচালিত নৌকা	গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস বাদে পরবর্তী ৫৭ মাস (সর্বমোট ৫ বছর)।	১,০০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৩ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৪র্থ মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ৪ বছর ৯ মাসে আদায়যোগ্য।
	ইজি বাইক (ব্যাটারী চালিত)	ঐ	১,২৫,০০০/-	ঐ
	টেম্পো/বেবী ট্যাক্সি (একই পরিবারের ২ জন, ঢাকা শহর থেকে বিতারিত বেবী ট্যাক্সি)	ঐ	২,৪০,০০০/-	ঐ
০৩।	ছোট ওয়ার্কশপ/কারখানা	ঐ	৫০,০০০/-	ঐ
০৪।	বসত ঘর নির্মাণ (বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল হতে এ ঋণ বিতরণ করা হবে)	গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস বাদে পরবর্তী ১১৭ মাস (সর্বমোট ১০ বছর)।	৫০,০০০/-	১০ বছরের মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য। গ্রেস পিরিয়ডের ৩ মাস মাসিক ১০০ টাকা হারে টোকেন আদায়। পরবর্তী ৪র্থ মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ৯ বছর ৯ মাসে আদায়যোগ্য।
০৫।	বসত ঘর সংস্কার	গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস বাদে পরবর্তী ৩৩ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	১০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৩ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৪র্থ মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ৯ মাসে আদায়যোগ্য।

ক্রমিক নং	খাত	ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা	ঋণের সর্বোচ্চ সীমা	কিস্তির প্রকৃতি
০৬।	কামারের কাজ/কুমারের কাজ/ জুতা সেলাই/ জুতা পালিশ/ রাজমিস্ত্রীর কাজ/কাঠ মিস্ত্রি/ হাতপাখা তৈরী/ক্ষুদ্র তাঁতী/ হস্তশিল্প/ রং মিস্ত্রী/স্বর্ণকার/ ফুল বিক্রেতা/ চা-পান বিক্রেতা/ বইয়ের দোকান/সবজি বিক্রেতা/ জেলে/ দরজি	গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস বাদে পরবর্তী ৩৩ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	৫০,০০০/-	ঐ
০৭।	বেত ও বাঁশের কাজ	ঐ	২০,০০০/-	ঐ
০৮।	লাঙ্গল/জোয়াল/মই/ কোদাল /কাস্তে	ঐ	১০,০০০/-	ঐ
০৯।	হালের বলদ/হালের মহিষ (এক জোড়া)	ঐ	৮০,০০০/-	ঐ
১০।	পাওয়ার টিলার	ঐ	১,২৫,০০০/-	ঐ
১১।	শস্য উৎপাদন/শাকসবজি ও ফলমূল চাষ	ফসল উৎপাদনের পরে এককালীন আদায়যোগ্য (বাংলাদেশ ব্যাংকের শস্য ঋণ নীতিমালা অনুসরণ যোগ্য)।	৩০,০০০/-	ঋণ বিতরণের পরের মাস হতে মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং ফসল উৎপাদনের পরে এককালীন আদায়যোগ্য (বাংলাদেশ ব্যাংকের শস্য ঋণ নীতিমালা অনুসরণযোগ্য)।
১২।	হাঁস-মুরগী পালনঃ			
	(ক) ক্ষুদ্র	গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস বাদে পরবর্তী ৩৩ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	২৫,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৩ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৪র্থ মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ৯ মাসে আদায়যোগ্য।
	(খ) প্রকল্প	গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস বাদে পরবর্তী ৪২ মাস (সর্বমোট ৪ বছর)।	৩,০০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৬ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৭ম মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ৩ বছর ৬ মাসে আদায়যোগ্য।
১৩।	ছাগল পালন (৫টি)	গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস বাদে পরবর্তী ৩০ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	৩০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৬ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৭ম মাস হতে ১০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২ বছর ৬ মাসে আদায়যোগ্য। তবে কিস্তিবিহীন মাসগুলোতে মাসিক টোকেন আদায় অব্যাহত থাকবে।

১৮। ঋণের জামানত ও জামিনদার ঃ

আলোচ্য কর্মসূচিতে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সহায়ক জামানতের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে ঋণ দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ/প্রকল্প/ব্যবসা জামানত হিসেবে থাকবে। তবে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ছিন্নমূল পরিবারের প্রস্তাবিত এক/একাধিক জামিনদারগণের মধ্য হতে সম্মত হলে একজনকে কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত ঋণের জামিনদার করতে হবে। ছিন্নমূল বস্তিবাসী পরিবারের প্রস্তাবিত জামিনদারগণের মধ্য হতে কেহ জামিনদার হতে সম্মত না হলে অন্য কেহ স্বেচ্ছায় এ ঋণের জামিনদার হতে সম্মত হলে তাকেও জামিনদার করা যাবে। ছিন্নমূল বস্তিবাসী গ্রামে পরিবারসহ স্থায়ীভাবে বসবাসের বিষয়ে জামিনদার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। প্রস্তাবিত জামিনদার বা স্বেচ্ছায় কেহ জামিনদার হতে সম্মত না হলে ছিন্নমূলের নিজ গ্রামের কোন সচ্ছল নিকট আত্মীয়/গ্রামের প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি/স্কুলের শিক্ষক/ইউপি সদস্য/ চেয়ারম্যান কর্তৃক বস্তিবাসী ও তার পরিবার স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করবে, এ মর্মে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র গ্রহণপূর্বক এ কর্মসূচিতে ঋণ প্রদান করতে হবে (সংযুক্তি-৫ অনুসারে)। ১,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ঋণ দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ/প্রকল্প/ব্যবসা জামানত হিসেবে রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও তার পরিবার গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এ বিষয়ে (সংযুক্তি-৫ অনুসারে) ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের জামানত গ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে জামানত প্রদানকারীর ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা/পার্সোনাল গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে।

১৯। ঋণ প্রদান পদ্ধতি ঃ

(ক)	শস্য ঋণ/শাক-সবজি ঋণ	ঃ	এস এ সি পির আওতায় সকল নিয়মাচার পালন পূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে।
(খ)	ফলমূল চাষ	ঃ	সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। ঋণ এক কিস্তিতে প্রদান করা যাবে।
(গ)	হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষ, পশু পালন	ঃ	ক্ষুদ্র ঋণ যা ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত তা এক কিস্তিতে দেয়া যাবে। ৩০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে এ পরিমাণ টাকা প্রদানের পরে বাকী অর্থ ব্যবহারিক তত্ত্বাবধান যাচাই করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।
(ঘ)	দোকান ব্যবসা, বসতঘর নির্মাণ, ছোট ওয়ার্কশপ, বেত ও বাঁশের কাজ, নৌকা ও অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণ ঋণ	ঃ	প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করতে হবে।
(ঙ)	বেবী ট্যাক্সি, রিক্সা ভ্যান, টেম্পো, নৌকা	ঃ	পরিবহন বাহনটি হস্তান্তরের পরে ঋণের টাকা দিতে হবে। তবে নির্মাণ বা ক্রয় বাবদ ১০-২৫% টাকা ঋণ গ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে অগ্রিম হিসেবে সরবরাহকারীকে দেয়া যাবে।

২০। ঋণের সার্ভিস চার্জ ঃ

(ক) ঘরে ফেরা ঋণের জন্য শুধুমাত্র ঋণ বিতরণের বছর ৫% সার্ভিস চার্জ ধার্য করতে হবে। কোন সুদ আরোপ করা হবে না।

(খ) গৃহায়ন তহবিল ঋণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের নিকট হতে ৬% সরল হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।

২১। ঋণের কিস্তি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা সহ কিস্তির পরিমাণ অনুচ্ছেদ ১৫ তে উলেখ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ঋণ আদায় করতে হবে। কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে।

(ক) এ কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত ঋণকে সময়ের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যে সকল ঋণের পরিশোধসূচি গ্রেস পিরিয়ড ব্যতীত সর্বাধিক ১ বছর ৬ মাসের বেশি হবে সে সমস্ত ঋণকে মধ্যম মেয়াদি ঋণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

(খ) প্রথমতঃ প্রতিটি ঋণের মূল/আসল টাকার সাথে ৫% সার্ভিস চার্জ যোগ করে যোগফলকে উক্ত ঋণের মোট পরিশোধযোগ্য (পাক্ষিক/মাসিক/দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক) কিস্তি দিয়ে ভাগ করে সমানভাবে ঋণের কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে (গৃহ নির্মাণ ঋণ বাদে)।

উল্লেখ্য প্রতিটি ঋণের সর্বশেষ কিস্তির সঙ্গে উক্ত ঋণের টোকেন ভিত্তিক আদায়ের টাকা সমন্বয় পূর্বক ঋণ হিসাব নিষ্পত্তি করতে হবে।

ক্রমিক নং	খাত	ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা	ঋণের সর্বোচ্চ সীমা	কিস্তির প্রকৃতি
১৪।	দুগ্ধবতী গাভী (২টি)। ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ পর্যন্ত কোন জামানতের প্রয়োজন নেই। ঋণের পরিমান ১.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হলে সেক্ষেত্রে সহায়ক জামানত নিতে হবে।	গ্রেস পিরিয়ড ১ মাস বাদে ৩৫ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	১,২০,০০০/-	ঋণ বিতরণের পর গ্রেস পিরিয়ডে ১০০/- টাকা টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ২য় মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ১১ মাসে আদায়যোগ্য।
১৫।	গরু মোটাতাজাকরণ (২টি)	গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস বাদে পরবর্তী ৩০ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	৬০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৬ মাস মাসিক ১০০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৭ম মাস হতে ১০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২ বছর ৬ মাসে আদায়যোগ্য। তবে কিস্তিবিহীন মাসগুলোতে মাসিক টোকেন আদায় অব্যাহত থাকবে।
১৬।	মৎস্য চাষ	গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস বাদে পরবর্তী ৩০ মাস (সর্বমোট ৩ বছর)।	৫০,০০০/-	গ্রেস পিরিয়ডের ৬ মাস মাসিক ৫০/- টাকা হারে টোকেন আদায় এবং পরবর্তী ৭ম মাস হতে মাসিক কিস্তিতে ২ বছর ৬ মাসে আদায়যোগ্য।

উপরে বর্ণিত ঋণের সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে যে অঙ্ক উলেখ করা হয়েছে এর মধ্যে যে সকল আইটেম ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে তাদের বেলায় বাজার দরের প্রকৃত মূল্যই ঋণ গ্রহিতা পরিবারকে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মঞ্জুরী ক্ষমতা অনুযায়ী ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ক্ষেত্র বিশেষে মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক/শাখা ব্যবস্থাপক ১০% হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেন। যে সামগ্রী ক্রয় করা হবে তার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক কর্মকর্তা ঋণ গ্রহিতার ক্রয় কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন।

১৬। ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা ঃ

শাখা ব্যবস্থাপাক	-	১,২৫,০০০/- টাকা
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	-	২,৫০,০০০/- টাকা
মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	-	৩,০০,০০০/- টাকা
মহাব্যবস্থাপক	-	৪,০০,০০০/- টাকা

১৭। ঋণ প্রদান ঃ

ঋণের অর্থ নগদ/ডিডি/পে-অর্ডারের মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতা পরিবারকে প্রদান করা হবে। আনুষ্ঠানিকতায় একটি সনদপত্রও দেয়া হবে। পরিবারের দু'জনের বেশি সদস্য/সদস্যাকে ঋণ দেয়া যাবে না। একটি ছিন্নমূল পরিবার প্রয়োজনে একাধিক খাতের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন (১৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক)। একই পরিবারকে একাধিক খাতে ঋণ প্রদান করা হলে তার মধ্যে কমপক্ষে দৈনিক ও সাপ্তাহিক আয় হয় এমন একটি অর্থনৈতিক খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। স্ত্রীকেও একটি ঋণের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে স্ত্রী নিয়মিত সম্পৃক্ত থাকতে পারে। ৩ নং ক্রমিকে ছিন্নমূলদের যে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্যাটাগরি বা শ্রেণিভুক্ত ছিন্নমূল পরিবারদের প্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে এবং তাদের বাসগৃহ সংস্কারের জন্য ১০,০০০/- টাকা অথবা গৃহ নির্মাণ বাবদ সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ দেয়া যাবে। আনুমানিক ২২০ থেকে ৩০০ বর্গফুটের দোচালা/চৌচালা টিন/টাইলসের ছাউনি এবং কংক্রিটের (আরসিসি) পিলার বিশিষ্ট ঘরের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে। সর্বোচ্চ ঋণসীমার মধ্যে একাধিক কিস্তিতে ঋণ ছাড় করতে হবে। চূড়ান্ত ঋণ গ্রহিতা পর্যায়ে রেয়াতি সময়সহ সর্বোচ্চ ৬% সরল হারে সার্ভিস চার্জ ধার্য হবে। প্রদত্ত ঋণ ৩ মাস রেয়াতি সময়সহ সর্বোচ্চ ১০ বছরের মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। চতুর্থ ক্যাটাগরিকে পরবর্তীতে আওতাভুক্ত করা হবে। এ ক্যাটাগরির ছিন্নমূলদের সরকারের গুচ্ছ গ্রাম/গৃহায়ন প্রকল্পের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে। উল্লেখিত খাত ছাড়া অন্যান্য খাতেও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণ আবেদনকারীদের আবেদন অনুযায়ী খাত নির্বাচনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২২। ঋণ আদায় ও সঞ্চয় সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

ব্যাংকের প্রচলিত আই, ও রশিদ (এসিএফ-১১৪) বইয়ের মাধ্যমে প্রতি ঋণ গ্রহিতার কাছ থেকে ঋণের কিস্তির টাকা আদায় ও মাসিক সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে। এ লেনদেন ঋণ গ্রহিতার নিকট রক্ষিত ঋণ ও সঞ্চয় পাশ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাক্ষর করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/মাঠকর্মী শাখায় ফিরে যথারীতি ডেবিট ক্যাশ ভাউচারের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা জমা দেবেন। শাখা যথারীতি আদায় ও সঞ্চয়ের টাকা সংশ্লিষ্ট ঋণ ও সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করবে।

২৩। ঋণ আদায়ে গৃহীতব্য ব্যবস্থা ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট সকলের নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ঋণ খেলাপী হলে ঋণ গ্রহিতাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ঋণের ন্যায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ গ্রহিতা বসতবাড়ি ছেড়ে/বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেলে নিকটবর্তী থানায় জিডি এন্ট্রি করে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সেলকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে বসতবাড়িতে ফিরে না এলে ঋণ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) **ঋণ গ্রহিতা পরিবার সদস্যের মৃত্যুবরণ ঃ**
ঋণ গ্রহিতা পরিবার সদস্যের কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের অন্য সদস্য ও উত্তরাধিকারীগণ ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী হবেন। প্রয়োজনে পরিবারের/উত্তরাধিকারীগণের অন্য একজনকে নীতিমালার আওতায় যুগ্ম ঋণ গ্রহিতা সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

২৪। ঋণ গ্রহণ করার পর দুর্ঘটনাজনিত বা অন্য কোন কারণে ঋণের অর্থ খোয়া গেলে বা অর্জিত সম্পদ নষ্ট হলে, ক্ষতিগস্ত পরিবারকে নতুন ভাবে পুনঃ ঋণ দেয়া যাবে। তবে পুরাতন ঋণ সুদবিহীন পৃথক হিসাবে রেখে দীর্ঘ সময়ে (এক হতে তিন বছরে) নতুন ঋণের পাশাপাশি সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধের জন্য পুনঃ তফসিলীকরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। "ঘরে ফেরা" সেলের সুপারিশে শাখা ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

২৫। ব্যক্তিগত তহবিল (এককভাবে ও গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের বেলায় প্রযোজ্য) ঃ

প্রত্যেক ঋণ গ্রহিতা পরিবারের নামে শাখায় ১০/- টাকা দিয়ে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক ঋণ গ্রহিতাদের সত্যায়িত ছবি গ্রহণ করতে হবে। এ হিসাব যৌথ স্বাক্ষরে বিশেষ ক্ষেত্রে একক স্বাক্ষরে (উর্ধ্বতন কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে) পরিচালিত হবে। সদস্যগণ ৫০/- টাকা করে মাসিক ভিত্তিতে উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে জমা দেবেন। সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে জমাকৃত ব্যক্তিগত তহবিলের টাকা উত্তোলন করা যাবে না। তবে অতিরিক্ত টাকা জমা হয়ে থাকলে তা উত্তোলন করা যাবে। মাঠ কর্মকর্তা ঋণ গ্রহীতার সংগে যোগাযোগ করে ঋণের কিস্তির সংগে মাসিক সঞ্চয়ের আমানত সংগ্রহ করবেন।

২৬। **ঋণ হিসাবের খাতঃ** এ খাতে প্রদত্ত ঋণ হিসাবভুক্ত করার জন্য প্রত্যেক শাখায় 'ঘরে ফেরা' (২য় পর্যায়) স্বল্প মেয়াদি ঋণ, 'ঘরে ফেরা' (২য় পর্যায়) মধ্য মেয়াদি ঋণ শিরোনামে জেনারেল লেজারে কারেন্ট ডিউ ও পাষ্ট ডিউ খাতে ২টি করে মোট ৪(চার)টি নতুন হিসাবের উপ-খাত খোলা হয়েছে। উপ-খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) ঘরে ফেরা ঃ

ক্রঃনং	হিসাবের উপ-খাত শিরোনাম	উপ-খাত
(ক)	'ঘরে ফেরা' (২য় পর্যায়) স্বল্প মেয়াদি ঋণ - কারেন্ট ডিউ	১০১/২৮
(খ)	'ঘরে ফেরা' (২য় পর্যায়) স্বল্প মেয়াদি ঋণ - পাষ্ট ডিউ	১০৭/২৮
(গ)	'ঘরে ফেরা' (২য় পর্যায়) মধ্য মেয়াদি ঋণ - কারেন্ট ডিউ	১০২/২৮
(ঘ)	'ঘরে ফেরা' (২য় পর্যায়) মধ্য মেয়াদি ঋণ - পাষ্ট ডিউ	১০৮/২৮

'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির সাথে গৃহায়ন তহবিল সম্পৃক্ত হওয়ায় আরও ২টি নতুন হিসাবের উপ-খাত খোলা হয়েছে। নতুন হিসাবের উপ-খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(খ) গৃহায়ন তহবিল ঋণ ঃ

ক্রঃ নং	হিসাবের উপ-খাত শিরোনাম	উপ-খাত
(ক)	'ঘরে ফেরা-গৃহায়ন' - কারেন্ট ডিউ	১০৩/২৬
(খ)	'ঘরে ফেরা-গৃহায়ন' - পাষ্ট ডিউ	১০৯/২৩

২৭। ঋণের তদারকি ও পরিধারণ ঃ

'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি একটি নিবিড় তদারকি ঋণদান কর্মসূচি। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিধারণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

(ক) কর্মসূচিটি সরাসরি বাস্তবায়নের কাজে শাখায় একজন কর্মকর্তা/মাঠকর্মী নিয়োজিত থাকবেন। এ কর্মকর্তা/মাঠকর্মী নিম্নোক্ত ছকে রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন। তিনি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিকভাবে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবেন। তিনি এককভাবে বা গ্রুপ ভিত্তিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, তদারকি, পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ইত্যাদি কার্যক্রমে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবেন।

(১) শস্য, শাক-সবজি ও ফলমূল ঋণের ক্ষেত্রেঃ (সাপ্তাহিক টোকেন আদায়সহ এককালীন আদায়) ঃ

(টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহিতার নাম	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	সাপ্তাহিক টোকেন/ কিস্তি/ সঞ্চয় আদায়						কর্মকর্তা/ মাঠকর্মীর স্বাক্ষর
			তারিখ	টোকেন আদায়	ঋণের কিস্তি	সঞ্চয়	অন্যান্য	মোট আদায়	

(২) অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেঃ (পাক্ষিক/মাসিক/দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তি) ঃ

(টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহিতার নাম	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	সাপ্তাহিক টোকেন/ কিস্তি/ সঞ্চয় আদায়						কর্মকর্তা/ মাঠকর্মীর স্বাক্ষর
			তারিখ	টোকেন আদায়	ঋণের কিস্তি	সঞ্চয়	অন্যান্য	মোট আদায়	

(৩) গ্রুপ ভিত্তিতে শস্য, শাকসবজি ও ফলমূল ঋণের ক্ষেত্রেঃ (টোকেন আদায়সহ এককালীন আদায়)ঃ

(টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহিতার নাম	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	সাপ্তাহিক টোকেন/ কিস্তি/ সঞ্চয় আদায়						কর্মকর্তা/ মাঠকর্মীর স্বাক্ষর
			তারিখ	টোকেন আদায়	ঋণের কিস্তি	সঞ্চয়	অন্যান্য	মোট আদায়	

(৪) অন্যান্য গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রেঃ (পাক্ষিক/মাসিক/দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক)ঃ

(টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহিতার নাম	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	সাপ্তাহিক টোকেন/ কিস্তি/ সঞ্চয় আদায়						কর্মকর্তা/ মাঠকর্মীর স্বাক্ষর
			তারিখ	টোকেন আদায়	ঋণের কিস্তি	সঞ্চয়	অন্যান্য	মোট আদায়	

(খ) শাখা ব্যবস্থাপক সার্বিকভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবেন। তিনি প্রতি পাক্ষিকে একবার করে মাঠকর্মী কর্তৃক সম্পাদিত উপরোক্ত রেজিষ্টারসমূহ নিয়ে ঋণ বিতরণ ও আদায় অবস্থা পর্যালোচনা করবেন এবং প্রতি মাসে একবার ঋণ গ্রহিতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

(গ) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের একজন মুখ্য কর্মকর্তা/উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিসহ 'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কমসূচির পরিধারণের দায়িত্ব দিতে হবে।

(ঘ) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক নিজ এলাকার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন। রুটিন মাফিক শাখা পরিদর্শন ছাড়াও আকস্মিক পরিদর্শনের সময় কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে যে কোন সময়ে সরেজমিনে যাচাই করবেন। পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিক পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের পরিদর্শন প্রতিবেদনে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর মন্তব্য থাকতে হবে।

(ঙ) কর্মসূচির তথ্য যাতে মাসিক ফলো-আপ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সে ব্যাপারে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ব্যক্তিগতভাবে তদারকী করবেন।

(চ) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে 'ঘরে ফেরা' ঋণের জন্য সংযুক্তি-১২ এবং গৃহায়ন তহবিল ঋণের জন্য সংযুক্তি-১৩ ছকে প্রতি মাসের ঋণ বিতরণ ও আদায় কর্মকাণ্ডের বিবরণী পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুলিপিসহ প্রধান কার্যালয়ের রুরাল এন্ড মাইক্রোক্রেডিট বিভাগে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য, যে ছক অনুযায়ী শাখা বিবরণী প্রস্তুত করে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন তা পরীক্ষা পূর্বক মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

(ছ) বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক নিজ বিভাগের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। বিভাগীয় কার্যালয় হতে কর্মসূচি সম্পর্কে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে তত্ত্বাবধান করবেন। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনকালে কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

(জ) সময়ে সময়ে প্রধান কার্যালয়ের 'ঘরে ফেরা' সেল হতে কর্মসূচি পর্যালোচনার জন্য কর্মসূচি এলাকাসমূহ পরিদর্শন পূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে।

(ঝ) প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়ে 'ঘরে ফেরা' সেলে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে ঋণের তদারকি ও মনিটরিং এর কাজে নিয়োগ (ডেপুট) করা যাবে। এ ছাড়া স্থানীয় যে সব কর্মকর্তা থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে আছেন (কৃষি, পশু সম্পদ, মৎস্য কর্মকর্তা ইত্যাদি) তাদেরও কারিগরি সহায়তা নিতে হবে।

২৮। ঋণ ও সঞ্চয় পাশ বই ঃ

কর্মসূচির জন্য নতুন পাশ বই প্রণয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি-১১)। প্রত্যেক ছিন্নমূল সদস্যের পরিবার প্রধানের পাসপোর্ট সাইজের ফটো অন্তর্ভুক্ত পূর্বক ঋণ প্রদানের সময় ঋণ ও সঞ্চয় পাশ বই সরবরাহ করতে হবে। ঋণের হিসাব এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় পাশ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি উত্তোলন এবং জমা নিয়মিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/মাঠ কর্মী স্বাক্ষর করবে। ব্যবস্থাপক/দ্বিতীয় কর্মকর্তা/অনুমোদিত কর্মকর্তা শাখায় রক্ষিত খতিয়ানের স্থিতির সাথে মিলিয়ে অনুস্বাক্ষর করবেন। প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ বার শাখা ব্যবস্থাপক পাশ বইতে অনুস্বাক্ষর করবেন।

২৯। দলগতভাবে (গ্রুপ ভিত্তিক) কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

(ক) গ্রাম ভিত্তিক ছিন্নমূল পরিবারের সংখ্যা ৩-৬ বা বেশি হলে গ্রুপ গঠন করে ঋণ কার্যক্রম শুরু করা যাবে। এ জন্য সুবিধাজনক একটি স্থান নির্বাচন করে গ্রুপের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সকল সদস্য পরিবার এখানে একত্রিত হয়ে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মী এখানে উপস্থিত হয়ে ব্যাংকিংসহ অন্যান্য কাজ সমাধান করবে। এ স্থানে পাক্ষিক/মাসিক/সাপ্তাহিক কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা জমা নেয়া হবে।

(খ) **গ্রুপ গঠন ঃ**

(০১) গ্রুপের সদস্য বস্তিবাসী ছিন্নমূল পরিবার হতে হবে;

(০২) একটি গ্রুপে সর্বনিম্ন ৩ ও সর্বোচ্চ ৬টি পরিবার সদস্য হিসেবে থাকবে;

(০৩) গ্রুপের সদস্যদের একই গ্রামের বাসিন্দা হতে হবে 'ঘরে ফেরা' সেলের অনুমোদনক্রমে পাশাপাশি গ্রাম বা ইউনিয়নের বাসিন্দাগণসহ গ্রুপ করা হবে;

(০৪) এক পরিবার হতে দু'জন (মহিলা বা পুরুষ) একটি গ্রুপের সদস্য হতে পারবেন এবং ঐ পরিবারের আর কেউ অন্য গ্রুপের সদস্য হতে পারবেন না। পরিবার বলতে এক্ষেত্রে একান্নভূক্ত পরিবারকে বুঝাবে (অনুচ্ছেদ ৭ এর ৩ হতে ৬ দ্রষ্টব্য);

(০৫) কোন স্বাক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তি গ্রুপ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলে গ্রুপের অন্য সদস্যগণ ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সহায়তায় তাকে একমাসের মধ্যে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করবেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট গ্রুপের স্বীকৃতি স্থগিত থাকবে;

(০৬) কোন গ্রুপ গঠনকালে পরিবার সংখ্যা তিনের কম হলে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমোদনক্রমে চার এর অধিক পরিবার সদস্যদের গ্রুপ থেকে সদস্য এনে নতুন গ্রুপের সাথে যোগ করে গ্রুপ গঠন করা যাবে;

(০৭) আগ্রহী সদস্য পরিবার সাপ্তাহিক সভায় রেজুলেশনের মাধ্যমে গ্রুপ গঠন করবেন;

(০৮) প্রত্যেক গ্রুপে একজন গ্রুপ লিডার ও একজন ডেপুটি লিডার থাকবেন যারা সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। গ্রুপ যখনই গঠন করা হয় তখনই নির্বাচনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে;

(০৯) গ্রুপের সদস্যগণ তাদের প্রয়োজনে যে কোন সময় সকলের গ্রহণযোগ্য স্থানে সভায় মিলিত হতে পারবেন;

(১০) ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে (সংযুক্তি-৯) সদস্য/সদস্যা হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে;

(১১) নির্বাচিত গ্রুপ লিডার উপরোক্ত কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।

(গ) **গ্রুপে যোগদান ঃ**

সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ছিন্নমূল পরিবার একটি গ্রুপের সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে যে কোন সময় গ্রুপের সদস্য হতে পারবেন, যদি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৬টি পরিবারের কম থাকে। এক পরিবার থেকে শুধু দু'জন এ কর্মসূচির আওতায় গ্রুপ সদস্য/সদস্যা হতে পারবেন। সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র (সংযুক্তি-৯) যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদন করতে হবে (এ বিষয়ে গ্রুপ গঠন বিষয়ক অনুচ্ছেদের অন্যান্য নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে)।

(ঘ) **প্রশিক্ষণ ঃ**

গ্রুপের স্বীকৃতির পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক আগ্রহী পরিবার সদস্যদের ১ দিনের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়াদি একক পরিবার ভিত্তিক ঋণ গ্রহিতাদের অনুরূপ হবে।

(ঙ) **গ্রুপের স্বীকৃতি ঃ**

গ্রুপ গঠনের পর গ্রুপের লিডার ও ডেপুটি লিডার নির্ধারিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে (সংযুক্তি-১০) গ্রুপের স্বীকৃতি গ্রহণের জন্য শাখা ব্যবস্থাপক বরাবরে আবেদন পেশ করবেন। শাখা ব্যবস্থাপক সদস্য পদ লাভের আবেদনপত্রে (সংযুক্তি-৯) প্রদত্ত পরিবার সদস্য/সদস্যার তথ্যাবলী, লিডার ও ডেপুটি লিডার এবং সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর সুপারিশ যাচাই ও পরীক্ষান্তে ফরমের নির্ধারিত জায়গায় স্বীকৃতি প্রদান করবেন। এ জন্য শাখাকে নিম্নোক্তভাবে একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি সদস্যকে গ্রুপভিত্তিক তালিকাভুক্ত করে সদস্য নম্বর প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি এ সকল সদস্য দ্বারা গঠিত গ্রুপের নম্বর প্রদান করতে হবে।

সদস্য নম্বর	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	গ্রুপ নম্বর	স্বীকৃতির তারিখ	স্বীকৃতি প্রদানকারীর স্বাক্ষর	মন্তব্য

(চ) গ্রুপ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(০১) পরিবার সদস্যদের সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত থাকতে হবে;

(০২) সাপ্তাহিক সভায় কমপক্ষে ১০ (দশ) টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা দিতে হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরিবার সদস্যকে ন্যূনতম ১০ (দশ) টাকা দিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। কোন পরিবার সদস্য ইচ্ছা করলে বাধ্যতামূলক জমার অতিরিক্ত টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা দিতে পারবেন এবং অতিরিক্ত টাকা প্রয়োজনে উত্তোলন করতে পারবেন। এ হিসাব যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে (উর্ধ্বতন কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে) একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের নীচের অংশে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা লিখে রাখতে হবে;

(০৩) সাপ্তাহিক সভায় সদস্য পরিবার পর পর তিনবার অনুমোদন ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ বাতিল হবে। তবে, পরবর্তী সভায় উপস্থিত হয়ে বকেয়া ঋণের কিস্তিসহ সঞ্চয়ী হিসাবে জমা প্রদান করলে পুনরায় সদস্য পদ ফিরে পাবেন;

(০৪) পরস্পরের গৃহীত ঋণের ব্যবহার যাচাই করতে হবে;

(০৫) সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিতি, নিয়ম-শৃংখলা পরিপালন, ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও মাসিক সঞ্চয়ী হিসাবে জমার ব্যাপারে সদস্যগণ পরস্পরকে তদারকি করবেন। গ্রুপ লিডার /ডেপুটি লিডার এ বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন;

(০৬) সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত টাকা উত্তোলন ব্যতীত অত্র নীতিমালার আওতায় সকল কার্যক্রম সাপ্তাহিক সভাস্থলে সম্পাদন করা হবে। এজন্য একটি স্থান পূর্বেই চিহ্নিত করে রাখতে হবে;

(০৭) গ্রুপের সকল সদস্যকে ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ১(এক) দিনের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর উক্ত গ্রুপকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে;

(০৮) সকল সদস্যকে গ্রুপের আইন-কানুন/নিয়মাবলী ও নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

(ছ) ঋণ গ্রহণ, ঋণের ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধ ঃ

(০১) সদস্য পরিবার এককভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। যে পরিবার যে যে খাতে ঋণ গ্রহণ করবেন তাদের সে সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় (প্রয়োজনে ঋণ গ্রহিতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে);

(০২) গ্রুপে সদস্য পদ পাওয়া গেলে এবং গ্রুপ স্বীকৃত হলে, সকল সদস্যকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমে ব্যাংক হতে ঋণ দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী উভয়কে স্বাক্ষর/টিপসহি দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হবে;

(০৩) কোন একটি বিশেষ ব্যবসা/প্রকল্প/অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একাধিক পরিবার একত্রিত হয়ে গ্রুপ গঠন করে সম্মিলিতভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে;

(০৪) গৃহীত ঋণের উদ্দেশ্য ভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোন কারণে ঋণের অর্থ ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দিলে ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রেখে প্রয়োজনের সময় উত্তোলন করা যাবে। ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মী এ বিষয়ে নিয়মিত সহযোগিতা করবে;

(০৫) ঋণের সাপ্তাহিক বা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের কিস্তি, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের টাকা সাপ্তাহিক সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে জমা দিতে হবে। সকল জমার ক্ষেত্রে পাশ বইয়ে ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর স্বাক্ষর থাকতে হবে;

(০৬) সাপ্তাহিক সভাস্থলে ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মী আই,ও রশিদের মাধ্যমে প্রতি গ্রুপ সদস্যের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা গ্রহণ করবেন। তবে গ্রুপের সংখ্যা বেশি হলে প্রতি গ্রুপের কাছ থেকে একটি রশিদের মাধ্যমে কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা গ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে রশিদের অপর পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের স্বাক্ষর/টিপসহি নিতে হবে;

(জ) গ্রুপ ত্যাগ ঃ

(০১) ব্যাংকের কাছে কোন দায়-দেনা নেই এমন এক পরিবার সদস্য/সদস্যা যে কোন সময় *স্বেচ্ছায় গ্রুপ* ত্যাগ করতে পারবেন। গ্রুপ ত্যাগ করার সময় সদস্য পরিবার তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সমস্ত টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যেতে পারবেন;

(০২) ব্যাংকের ঋণের টাকা পরিশোধ করেননি এমন পরিবার সদস্য গ্রুপ ত্যাগ করতে চাইলে গ্রুপ ত্যাগের পূর্বে অবশ্যই ব্যাংকের সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হবে;

(০৩) ব্যাংক হতে নেয়া ঋণ পরিশোধ না করেই যদি কোন পরিবার সদস্য গ্রুপ ত্যাগ করেন তবে ঐ পরিবার সদস্যের ঋণ পরিশোধ করার জন্য গ্রুপ দায়ী থাকবে;

(০৪) এক বা একাধিক পরিবার সদস্যের গ্রুপ ত্যাগের ফলে কোন গ্রুপের পরিবার সদস্য সংখ্যা ৩ জনের নীচে নেমে আসলে সে গ্রুপকে অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে নতুন পরিবার সদস্য সংগ্রহ করে সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩ পরিবার সদস্যে উন্নীত করতে হবে। তবে, নতুন সদস্য বা সদস্যাকে অবশ্যই ১(এক) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নতুন পরিবারে সদস্য সংগ্রহ করা না গেলে উক্ত অপূর্ণ গ্রুপকে অন্য কোন গ্রুপের সাথে একীভূত করতে হবে। একীভূত করা সম্ভব না হলে দুই বা ততোধিক অপূর্ণ গ্রুপ একীভূত করে একটি পূর্ণ গ্রুপ গঠন করা যাবে। তবে এভাবে পুনর্গঠিত গ্রুপের পরিবার সদস্য সংখ্যা ৬ এর অধিক হতে পারবে না এবং যদি সদস্যগণ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করেই গ্রুপ ভেঙ্গে দেন তবে সমস্ত বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য গ্রুপ দায়ী থাকবে।

(ঝ) বহিষ্কার ঃ

গ্রুপের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ পুনঃ পুনঃ করার জন্য (যেমন দীর্ঘদিন সাপ্তাহিক সভায় অনুপস্থিত, বার বার কিস্তি খেলাপ, গ্রুপের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি) যে কোন পরিবার সদস্যকে গ্রুপের অবশিষ্ট সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে বহিষ্কার করতে পারবেন। বহিষ্কারকৃত সদস্যের কাছে ব্যাংকের কোন পাওনা থাকলে সে টাকা বহিষ্কারের পূর্বে আদায় করে নিতে হবে। অন্যথায় বহিষ্কৃত পরিবার সদস্যের নিকট থেকে পাওনা টাকার দায়িত্ব গ্রুপকে বহন করতে হবে। বহিষ্কৃত পরিবার সদস্য ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করলে তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যেতে পারবেন। অন্যথায় তা ব্যাংকের পাওনার সাথে সমন্বয় করা হবে।

(ঞ) সদস্যের মৃত্যুবরণঃ

ঋণ গ্রহিতা পরিবার সদস্যের কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে, অন্য সদস্য ও উত্তরাধিকারীগণ ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী হবেন। প্রয়োজনে পরিবারের/উত্তরাধিকারীগণের অন্য একজনকে নীতিমালার আওতায় যুগ্ম ঋণ গ্রহিতা সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

৩০। ঋণ কার্যক্রমের পদক্ষেপসমূহ ঃ

(ক) পরিবার ভিত্তিক একক ঋণের ক্ষেত্রেঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সম্পাদনকারীর কার্যালয়
০১।	বস্তি জরিপ	প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সেল
০২।	জরিপের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ছিন্নমূলের গ্রামে জরিপ ও ছিন্নমূল শ্রেণিবিন্যাসকরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তা
০৩।	ছিন্নমূলের প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়
০৪।	ঋণের আবেদন পত্র পূরণ ও গ্রহণ	শাখা
০৫।	ঋণের সুপারিশ (সংযুক্তি-২)	শাখা
০৬।	ব্যাংক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়
০৭।	ঋণ মঞ্জুরী	(ক) শাখা ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/ বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক (স্ব-স্ব মঞ্জুরী ক্ষমতা যা অনুচ্ছেদ ১৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)
০৮।	ঋণের শর্ত পরিপালন, বিতরণ ও আদায়	শাখা
০৯।	ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই	শাখা
১০।	ঋণের পরিধারণ	শাখা ও উর্ধ্বতন কার্যালয়সমূহ/প্রধান কার্যালয়।

(খ) পরিবার ভিত্তিক গঠিত গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সম্পাদনকারীর কার্যালয়
০১।	বস্তি জরিপ	প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সেল
০২।	জরিপের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ছিন্নমূলের গ্রামে জরিপ ও ছিন্নমূল শ্রেণিবিন্যাসকরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তা
০৩।	গ্রুপ গঠন	শাখা
০৪।	ছিন্নমূল গ্রুপ সদস্যদের প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়।
০৫।	ঋণের আবেদন পত্র পূরণ ও গ্রহণ	শাখা
০৬।	গ্রুপের স্বীকৃতি	শাখা
০৭।	ঋণের সুপারিশ (সংযুক্তি-২)	শাখা
০৮।	ব্যাংক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ	মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়
০৯।	ঋণ মঞ্জুরী	(ক) শাখা ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/ বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক (স্ব-স্ব মঞ্জুরী ক্ষমতা যা অনুচ্ছেদ ১৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)
১০।	ঋণের শর্ত পরিপালন, বিতরণ ও আদায়	শাখা
১১।	ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই	শাখা
১২।	ঋণের পরিধারণ	শাখা ও উর্ধ্বতন কার্যালয়সমূহ

৩১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল কার্যক্রম সম্পৃক্তকরণ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঘরে ফেরা' কর্মসুচি সফলভাবে বাস্তবায়নকল্পে গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রমের সাথে এ কর্মসূচিকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিম্নোক্ত কর্মকৌশল অনুসৃত হবে।

১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির সাথে গৃহায়ন তহবিল সম্পৃক্ত হবে। এ কর্মসূচিতে ২.০০ কোটি টাকা গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ঋণের সুদ হার বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ২% সরল সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

২) প্রদত্ত ঋণ সর্বাধিক ১০(দশ) বছরের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে এবং উপকারভোগীদের নিকট হতেও বিকেবি এ ঋণ ১০ (দশ) বছরের মধ্যে আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত গৃহায়ন ঋণের উপকারভোগীদের নিকট হতে সর্বোচ্চ ৬% সরল হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।

৪) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহায়ন তহবিল হতে গৃহীত ঋণ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা প্রদান করবে অর্থাৎ সুবিধাভোগীদের নিকট হতে ঋণ আদায়ের সাথে গৃহায়ন তহবিল সম্পৃক্ত থাকবে না। এক্ষেত্রে গৃহায়ন তহবিল ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫) গৃহায়ন তহবিল হতে গৃহীত ঋণের অর্থে শুধুমাত্র 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায়ভুক্ত ছিন্নমূল মানুষের গৃহ নির্মাণ খাতে ব্যয় করা যাবে। গৃহ প্রতি সর্বোচ্চ ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র হারে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে গৃহায়ন তহবিলের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করতে হবে (স্পেসিফিকেশন ঃ আনুমানিক ২২০ থেকে ৩০০ বর্গফুটের দো-চালা/চৌ-চালা টিন/টাইলসের ছাউনি এবং কংক্রিটের আরসিসি পিলার বিশিষ্ট ঘর)। সংযুক্তি-১৪।

৬) মোট বরাদ্দকৃত ঋণ ৩ (তিন) কিস্তিতে ছাড় করা হবে। কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা হবে।

৭) গৃহায়ন তহবিল হতে বরাদ্দকৃত ঋণ ০১ (এক) বছরের মধ্যে সদ্ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় নির্মিত গৃহের সঠিকতা যাচাইকল্পে প্রয়োজনবোধে "গৃহায়ন তহবিল" আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৮) "গৃহায়ন তহবিল" এর সাথে যাবতীয় লেনদেন করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লোকাল প্রিন্সিপ্যাল অফিস ঢাকায় 'ঘরে ফেরা -গৃহায়ন ' শিরোনামে একটি পৃথক চলতি হিসাব খোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সংযুক্তি-১

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি এর আওতায় ঋণের আবেদনপত্র

আবেদনকারীদের প্রত্যেকের পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি করে ছবি

ঋণ কেস নম্বর ঃ

ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.... শাখা
.... অঞ্চল।

আবেদন পত্র গ্রহণের তারিখ ঃ
ছিন্নমূলের শ্রেণি ঃ
গ্রুপ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
গ্রুপ সদস্য নম্বর ঃ
পাশ বই নম্বর ঃ

ভোটার আই ডি নম্বর ঃ
ফোন /মোবাইল নম্বর ঃ

আমি/আমরা 'ঘরে ফেরা'(ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গ্রহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি এর নিয়মনীতি অবগত হয়েছি এবং তা পরিপালন করতে সম্মত হয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যাদি/নিশ্চয়তা নিম্নে পেশ করলাম।

০১। আবেদনকারীগণের পূর্ণ বিবরণঃ

ক্রঃ নং	নাম	পিতা /স্বামীর নাম	পেশা/জাতি	বয়স	স্থায়ী ঠিকানা
১।					গ্রামঃ ইউঃ ডাকঃ
২।					উপজেলাঃ জেলাঃ

০২। পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ (১৮ বছরের উর্ধ্বে হলে প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেচিত হবে)

প্রাপ্ত বয়স্ক .... অপ্রাপ্ত বয়স্ক .... পুরুষ .... মহিলা .... মোট ....

০৩। আবেদনকারীগণের বর্তমানে অবস্থানরত বস্তির নাম ও ঠিকানাঃ

বস্তির নাম	ওয়ার্ড নং	থানা	শহর

০৪। প্রার্থিত ঋণের উদ্দেশ্য ও পরিমাণ ঃ

ক্রঃ নং	ঋণের উদ্দেশ্যে	পরিমাণ
ক)		
খ)		
গ)		
	মোট ঃ	

০৫। আবেদনকারীগণের মোট সম্পদের পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্য ঃ

ক্রঃ নং	সম্পত্তির প্রকারভেদ	পরিমাণ	বর্তমান বাজার মূল্য
ক)	বসত ভিটা		
খ)	আবাদী জমি		
গ)	ঘরবাড়ী (বসতবাড়ী)		
ঘ)	অন্যান্য স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ		

০৬। বন্ধকীর জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির বিবরণ ঃ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

বন্ধকী সম্পত্তির প্রকৃতি	জেলা	উপজেলা	মৌজা ও জে, এল, নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগের জমির পরিমাণ	বন্ধকী জমির পরিমাণ

০৭। আবেদনকারীগণের আর্থিক দেনা/ঋণ সম্পর্কে তথ্য (যদি থাকে) ঃ

০৮। ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার ঃ গ্রেস পিরিয়ডকালে টোকেন টাকা পরিশোধে সম্মত আছি। গ্রেস পিরিয়ড শেষে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক/ মাসিক/ দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণটি সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করব।

০৯। অন্যান্য বিষয়ে নিশ্চয়তা/অঙ্গীকার ঃ আমি /আমরা এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাবলী সত্য এবং নির্ভুল। আমি/আমরা এ মর্মে আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, অন্য কোন ব্যাংকে/সংস্থায় আমার/ আমাদের কোন অনাদায়ী ঋণ নেই। আমি/আমরা অঙ্গীকার করছি যে, প্রার্থিত ঋণ মঞ্জুর হলে ঘরে ফেরা (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি এর নীতিমালার আওতায় ব্যাংক আরোপিত শর্তাবলী মেনে নিয়ে আমি /আমার পরিবারসহ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করব। এ ছাড়া আমি/আমরা যথাসময়ে গৃহীত এ ঋণের টাকা সুদ সহ পরিশোধ করব। অন্যথায় আমার/আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃক আদালতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা ঋণ হিসাবে সমন্বয় করতে পারবেন।

১০। ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপ্রদানকারীর পরিচিতি ঃ

নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নং

দরখাস্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর/টিপসহি

১। নামঃ　　　　১। স্বাক্ষর/টিপসহি ঃ

২। নাম ঃ　　　　২। স্বাক্ষর/টিপসহি ঃ

গ্রুপের ক্ষেত্রে ঃ

১।গ্রুপ লিডারের নাম ঃ　　　　১। স্বাক্ষর ঃ

২।ডেপুটি লিডারের নামঃ　　　　২। স্বাক্ষর ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সংযুক্তি-২

.... শাখা

.... অঞ্চল।

'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায় বস্তিবাসী ছিন্নমূল পরিবারের সরেজমিনে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য, ঋণের সুপারিশ ও মঞ্জুরী

শাখার নাম ঃ......................

..............................অঞ্চল

ঋণ কেস নং ....

ছিন্নমূলের শ্রেণি ঃ

গ্রুপ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

গ্রুপ সদস্য নম্বর ঃ

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি এর আওতায় নিম্নোক্ত ছিন্নমূল বস্তিবাসী পরিবার সম্পর্কে বিকেবি এর জরিপ সম্পাদন ও জরিপ পরবর্তী ঋণ আবেদনপত্র জমা দানের প্রেক্ষিতে গত .... ইং তারিখে তাদের গ্রামের বাড়ীতে সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। এ তদন্ত কাজ শাখার কর্মকর্তা/মাঠকর্মী জনাব .... সম্পাদন করেন। তদন্তে ছিন্নমূল পরিবারের প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ও সহায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ব্যাংকের এ সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে তাকে/তাদেরকে .... শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এ ছাড়া তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

১। ছিন্নমূল বস্তিবাসী পরিবারের নাম/ঠিকানার তথ্যঃ

ক্রঃ নং	নাম	পিতা /স্বামীর নাম মাতার নাম	পেশা	বয়স	স্থায়ী ঠিকানা
ক) খ)					গ্রামঃ ইউঃ ডাকঃ উপজেলাঃ জেলাঃ

২। পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক .... অপ্রাপ্ত বয়স্ক .... মোট ....

পুরুষ.. মহিলা .... মোট ....

৩। আবেদনকারীর বর্তমানে অবস্থানরত বস্তির নাম ও ঠিকানাঃ

বস্তির নাম	ওয়ার্ড নং	থানা	শহর

৪। তদন্তে প্রাপ্ত ছিন্নমূল পরিবারের নিজস্ব সম্পদের বিবরণ ও আনুমানিক মূল্য ঃ

ক্রমিক নং	সম্পত্তির প্রকারভেদ	পরিমাণ/সংখ্যা	স্থানীয় বাজার মূল্য	বর্তমান অবস্থা (নিজ দখলে/বর্গা/বন্ধক দেয়া)
ক)	ঘরবাড়ী			
খ)	বসত ভিটা			
গ)	চাষযোগ্য জমি			
ঘ)	অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণ			

৫। তদন্তে প্রাপ্ত ছিন্নমূলের পৈত্রিক সম্পদের বিবরণ ও আনুমানিক মূল্য ঃ

ক্রমিক নং	সম্পত্তির প্রকারভেদ	পরিমাণ/সংখ্যা	স্থানীয় বাজার মূল্য (আনুমানিক)	বর্তমান অবস্থা (নিজ দখলে/বর্গা/বন্ধক দেয়া)
ক)	ঘরবাড়ী			
খ)	বসত ভিটা			
গ)	আবাদী জমি			
ঘ)	অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণ			

৬। তদন্তে প্রাপ্ত আবেদনকারীগণের দেনা বা ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

৭। আবেদনকৃত ঋণের উদ্দেশ্য ও পরিমাণ ঃ

ক্রমিক নং	ঋণের উদ্দেশ্য	টাকার পরিমাণ
ক)		
খ)		
গ)		

৮। ছিন্নমূল বস্তিবাসী পরিবারের ঋণের জন্য প্রাপ্ত জামিনদারের নাম ও ঠিকানাঃ

৯। বস্তিবাসী পরিবারের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাঃ

১০। বস্তিবাসীর পরিবারকে ঋণ প্রদানের যোগ্যতা/অযোগ্যতা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তে প্রাপ্ত মন্তব্য (সংক্ষেপে) ঃ

১১। শাখার মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ কর্মী কর্তৃক সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধসূচি ঃ

ক্রমিক নং	ঋণের জন্য সুপারিশকৃত খাত	ঋণের পরিমাণ	খাতভিত্তিক ঋণের পরিশোধসূচি
ক)			
খ)			
গ)			
	মোট ঃ		

১২। শাখার মাঠ কর্মকতা/মাঠ কর্মী কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ঃ

মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর স্বাক্ষর
(নামের সীল মোহর)

১৩। শাখা ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণের সুপারিশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

স্বাক্ষর
(সীল মোহর)

১৪। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের খাত ও পরিমাণঃ

ক্রমিক নং	মঞ্জুরীকৃত ঋণের খাত	পরিমাণ	খাতভিত্তিক ঋণের পরিশোধসূচি
	মোট মঞ্জুরীকৃত ঋণ ঃ		

আলোচ্য কর্মসূচির আওতায় উপরোক্ত খাতে মোট ঃ .... টাকা (............................) মাত্র ঋণ মঞ্জুর করা হল।

মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/ শাখা ব্যবস্থাপক

সংযুক্তি-৩

‘ঘরে ফেরা’ (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.... শাখা
.... অঞ্চল

অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা (১) .... (২) ....
পিতা/স্বামী (১) .... (২) ....
মাতা (১) .... (২) ....
এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ‘ঘরে ফেরা’ কর্মসূচির আওতায় টাকা.................................. (কথায়..) ঋণ গ্রহণ করলাম। আমি/আমরা আরো অঙ্গীকার করছি যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ করে আমি/আমরা কখনই আমার/আমাদের গ্রাম ছেড়ে পুনরায় বস্তিতে ফিরে যাব না। যদি নিজ গ্রাম ত্যাগ করি তবে ব্যাংক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

স্বাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা

১। নাম : ....
পিতার নাম : ....
মাতার নাম : ....
গ্রাম : ....
ডাকঘর : ....
উপজেলা : ....
জেলা : ....

১। নাম : ....
পিতার নাম : ....
মাতার নাম : ....
গ্রাম : ....
ডাকঘর : ....
উপজেলা : ....
জেলা : ....

ঋণ গ্রহিতাদের স্বাক্ষর ও তারিখঃ

১। নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
গ্রাম :
ডাকঘর :
উপজেলা :
জেলা :

১। নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
গ্রাম :
ডাকঘর :
উপজেলা :
জেলা :

সংযুক্তি-৪

ঋণ গ্রহিতার পিতার অঙ্গীকারনামা
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.... শাখা
.... অঞ্চল

আমার পুত্র জনাব... ঢাকায় .... বস্তিতে বসবাস করছে। তাকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের .... শাখা হতে 'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার স্থাবর সম্পত্তির উপর আমার এই পুত্রের উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা অধিকার থাকবে এবং সে অনুযায়ী অঙ্গীকার করছি যে, আমি তাকে স্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রদান করব এবং সে গ্রামে পরিবারসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করবে বলে আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি।

আমার পুত্র ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আমি এই ঋণের দায় বহন করতে সম্মত আছি।

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর/টিপসহি — পিতার স্বাক্ষর/টিপসহি

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা — পিতার নাম ও ঠিকানা

ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র

সংযুক্তি-৫

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.... শাখা
.... অঞ্চল

('ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায় ছিন্নমূল বস্তিবাসী পরিবারের স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাসের বিষয়ে জামিনদার কর্তৃক ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র)

আমি এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, 'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় জনাব.. পিতা .... মাতা .... গ্রাম.................................... ডাকঘর ....ইউঃ .... উপজেলা .... জেলা .... কে ঋণ প্রদান করা হলে তিনি/তারা পরিবারসহ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করবেন এবং আমি তাকে/ তাদেরকে গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করব। এছাড়া, ব্যাংকের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের বিষয়ে আমি তাকে/তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব।

তারিখঃ

স্বাক্ষর ....

নাম ঃ ....

পিতার নাম ঃ ....

মাতার নামঃ ....

গ্রাম ঃ ....

ইউঃ ....

ডাকঃ ....

উপজেলাঃ ....

জেলা ঃ ....

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সংযুক্তি-৬

.... শাখা

.... অঞ্চল।

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরীকৃত ঋণের মঞ্জুরীপত্র।

১। আবেদনকারীগণের নাম ঃ ১)

২)

২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ ১)

২)

৩। মাতার নাম ঃ ১)

২)

৪। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রামঃ .... ইউনিয়ন .... ডাকঃ .... উপজেলা.. জেলা ....

৫। আবেদনকারীগণের বর্তমানে অবস্থানরত বস্তির নাম ও ঠিকানা ঃ

বস্তির নাম	ওয়ার্ড নং	থানা	শহরের নাম

৬। মঞ্জুরীকৃত ঋণের উদ্দেশ্য ও পরিমাণ ঃ

ক্রমিক নং	মঞ্জুরীকৃত ঋণের উদ্দেশ্য	পরিমাণ
ক)		
খ)		
গ)		

৭। ঋণের খাত ভিত্তিক পরিশোধসূচিঃ

খাত	ঋণ পরিশোধসূচি		
সংখ্যা	গ্রেস পিরিয়ড	গ্রেস পিরিয়ডে সাপ্তাহিক টোকেন পরিশোধযোগ্য	গ্রেস পিরিয়ড বাদে (সার্ভিস চার্জসহ) কিস্তির পরিমাণ
ক)			
খ)			
গ)			

শাখা ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণঃ

১। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, ... অঞ্চল।

২। ব্যবস্থাপক, বিকেবি .... শাখা। এ কর্মসূচির নীতিমালার আলোকে সার্ভিস চার্জ ও কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক ঋণ গ্রহীতাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং নির্ধারিত কিস্তি অনুসারে ঋণ আদায়ের পরামর্শ দেয়া হলো।

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.... শাখা

.... অঞ্চল

দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা

এ একরারনামা ২০ .... ইং সনের .... তারিখে ঋণের আবেদনপত্রে বর্ণিত ঠিকানায় বসবাসকারী আমার/আমাদের (১) .... (২) .... পিতা/স্বামী (১)..(২)... মাতার নামঃ (১)... (২) .... কর্তৃক সম্পাদিত হলো। এ দলিল আমার/আমাদের উত্তরাধিকারগণ, তত্ত্বাবধায়ককারীগণ, তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ অনুমোদিত প্রতিনিধিবৃন্দ ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

যেহেতু ....ব্যাংক শাখা আমাকে/আমাদেরকে .... কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে .... টাকা (কথায় ....) বার্ষিক শতকরা .... সার্ভিস চার্জে ঋণ মঞ্জুর করেছে, যতদিন পর্যন্ত উপরোক্ত ঋণের টাকা ও তার সার্ভিস চার্জ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বা দাবী দাওয়া পরিশোধ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত ঋণের টাকা দ্বারা যে সমস্ত সম্পত্তি অর্জিত হবে তার মালিকানা অধিকার ব্যাংকের রইল এবং থাকবে। আমি/আমরা এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করছি ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে যতদিন পর্যন্ত উক্ত ঋণের টাকা, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য দাবী দাওয়া সহ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হবে ততদিন পর্যন্ত এ ঋণের অর্জিত সম্পত্তি কারো নিকট হস্তান্তর করব না, করলে তা আইন অনুযায়ী অগ্রাহ্য হবে, এতদ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির উপর ব্যাংকের মালিকানা স্বত্ব থাকবে।

আমি/আমরা ব্যাংকের তরফ হতে জারীকৃত যে কোন আদেশ, উপদেশ অথবা প্রশাসনিক নির্দেশ কিংবা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত ব্যাংক সম্পর্কীয় আইন কানুন ও ঋণ গ্রহণের যাবতীয় নির্দেশ, চুক্তি ও শর্ত মানতে বাধ্য থাকব।

সাক্ষী ঃ

ঋণ গ্রহিতাদের স্বাক্ষর ও তারিখ

১। নাম ঃ.................................

ঠিকানা ঃ ....

....

১।

২।

২। নাম ঃ.................................

ঠিকানা ঃ ....

....

(গ্রুপের ক্ষেত্রে সদস্য নম্বর ও গ্রুপ নম্বর দিতে হবে) গ্রুপ লিডার/ডেপুটি লিডারের স্বাক্ষরঃ

ঋণ প্রাপ্তির স্বীকার পত্র

সংযুক্তি-৮

আমি/আমরা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের .... শাখা হতে 'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরীকৃত .... টাকা (কথায় ....) ....তারিখে নগদে/ডিডি/পিও নং-.................................তারিখ ....এর মাধ্যমে বুঝে পেলাম।

আমি/আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই ঋণ গ্রহণ করে স্ব-গৃহে বসবাসপূর্বক তা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করব এবং শর্তানুযায়ী যথা সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করব ।

সাক্ষীঃ

১।

২।

(ঋণ গ্রহিতাদের নাম ও স্বাক্ষর/টিপসহি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর 'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় গ্রুপের সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন পত্র

গ্রুপের সদস্য নম্বর. তারিখঃ

১।

২।

ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.... শাখা
........................অঞ্চল।

বিষয়ঃ গ্রুপের সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন।

জনাব,
নিবেদন এই যে, আমি/আমরা 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির নিয়মনীতি অবগত হয়েছি এবং পরিপালন করতে সম্মত হয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। এ উদ্দেশ্যে গ্রুপের সদস্য হওয়ার জন্য আমি/আমরা আবেদন করছি। আমার/আমাদের জমি, মাসিক আয় ব্যয় ও নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। আবেদনকারীদের পূর্ণ বিবরণ ঃ

নাম	পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতি	বয়স
১।	১।	১।	১।
২।	২।	২।	২।

২। পূর্ণ ঠিকানাঃ

ক) গ্রাম খ) ডাকঘর

গ) ইউনিয়ন ঘ) উপজেলা ঙ) জেলা

৩। সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

জমি/সম্পদের বিবরণ	পরিমাণ	স্থানীয় বর্তমান মূল্য	মন্তব্য
ক) জায়গা জমি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
খ) ঘরবাড়ী			
গ) অন্যান্য			

৪। জায়গা জমির বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম ও জে, এল, নং	খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের মোট জমির পরিমাণ	আবেদনকারীর অংশের পরিমাণ

৫। আর্থিক দেনা/ঋণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

ক্রমিক নম্বর	কার নিকট দেনা	গৃহীত ঋণের পরিমাণ	পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ	অবশিষ্ট ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য

৬। পরিবারের মাসিক আয়/ব্যয় ঃ

আয়ের উৎস	আয়ের পরিমাণ	ব্যয়ের খাতসমূহ	ব্যয়ের পরিমাণ
ক) কৃষি কাজ		ক)	
খ) ক্ষুদ্র ব্যবসা		খ)	
গ) কুটির শিল্প		গ)	
ঘ) অন্যান্য		ঘ)	

৭। আবেদনকারী ব্যতিরেকে সদস্য/সদস্যার বিবরণ ঃ

নির্ভরশীল পোষ্য সংখ্যা	পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য	ব্যয়ের পরিমাণ

স্ত্রী .... জন

পুত্র .... জন

কন্যা .... জন

অন্যান্য পোষ্য .... জন

মোট ঃ .... জন

আমি/আমরা এতদ্বারা হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এ আবেদন পত্রে প্রদত্ত তথ্য সঠিক। আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, গ্রুপের যাবতীয় দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

আবেদনকারীদের স্বাক্ষর

১।

২।

৮। গ্রুপ লিডার/ডেপুটি লিডারের স্বাক্ষরঃ

১।

২।

** আবেদনকারী নিরক্ষর হলে কর্মকর্তা/মাঠকর্মী ফরম পূরণে সাহায্য করবেন।

ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.... শাখা
.... অঞ্চল

বিষয়ঃ গ্রুপের স্বীকৃতির জন্য আবেদন।

জনাব,
নিবেদন যে, ... ইং তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের 'ঘরে ফেরা' ঋণ বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক পরিবার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ গঠন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের কর্মকর্তা/মাঠকর্মী জনাব ....উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখিত সভার রেজুলেশন এবং সকল সদস্যদের সদস্য পদ প্রাপ্তির আবেদন পত্র (সংযুক্তি-৯) এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

এমতাবস্থায় গ্রুপের স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

১। লিডার

২। ডেপুটি লিডার

গ্রাম - ডাক-
ইউনিয়ন -
উপজেলা- জেলা-

গ্রুপের স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর সুপারিশঃ

(মাঠকর্মীর স্বাক্ষর)
সীলসহ

শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রুপের স্বীকৃতি প্রদানের আদেশ ঃ

(ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর)
সীলসহ

গ্রুপ নম্বরঃ

সদস্যদের নম্বরঃ (১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.... শাখা

.... অঞ্চল।

ঋণ ও সঞ্চয় পাশ বই

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি

১। ঋণ গ্রহিতা/গ্রহিতাদের নাম : (১)

(২)

২। পাশ বই নম্বর :

৩। পাশ বই ইস্যুর তারিখ :

৪। ছিন্নমূলের শ্রেণী :

৫। গ্রুপের ক্ষেত্রে

ক) গ্রুপের নম্বর :

খ) গ্রুপ সদস্য নম্বর :

গ) সদস্য/সদস্যা হওয়ার তারিখ :

ঋণ গ্রহিতার পরিচিতি

ঋণ গ্রহিতাদের ছবি

ঋণ গ্রহিতা/গ্রহিতাদের নাম ঃ (১)

(২)

পিতা / স্বামীর নাম ঃ (১)

ঃ (২)

মাতার নাম ঃ (১)

(২)

পেশা ঃ (১)

(২)

বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ (১)

(২)

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ

গ্রাম ঃ .... ডাকঘর ....

ইউনিয়নঃ ....উপজেলাঃ .... জেলাঃ ....

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর স্বাক্ষরঃ

(পূর্ণ নাম) ঃ

দ্বিতীয় কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ

(পূর্ণ নাম) ঃ

তারিখ ঃ

সঞ্চয়ের বিবরণ

সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ....

লেজার ফলিও নম্বর ....

(টাকার অংকে)

তারিখ	জমাকৃত সঞ্চয়ের মাসের সংখ্যা	জমা		ব্যবস্থাপক/২য় কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
		মাসিক	অতিরিক্ত		
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬ (৫-৪)

মোট স্থিতি	কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর স্বাক্ষর	ব্যবস্থাপক/দ্বিতীয় কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
৭ (৫-৬)	৮	৯	১০

নির্দেশাবলী

০১। মাসিক টাকা জমাকালীন/সাপ্তাহিক সভায় আসার সময় পাশ বই সাথে আনবেন।

০২। কোন অবস্থাতেই পাশ বই অন্যের কাছে হস্তান্তর করবেন না।

০৩। পাশ বই যত্নে রাখবেন।

০৪। টাকা জমা দেয়ার পর পাশ বইতে ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর স্বাক্ষর নিশ্চিত করবেন।

০৫। পাশ বই হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার সাথে যোগাযোগ করবেন।

০৬। নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা জমা দিন।

০৭। সময়মত ঋণ পরিশোধ করে পরবর্তী ঋণের সুযোগ গ্রহণ করুন।

ঋণের বিবরণ

ঋণের পরিমাণ(অংকে) ঃ .... ঋণ কেইস নং ....

কথায় ঃ ....

ঋণের উদ্দেশ্য ঃ .... ঋণ ফলিও নং ....

....

....

সার্ভিস চার্জের হার ঃ .... পরিশোধসূচি ঃ সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক/বার্ষিক কিস্তির পরিমাণঃ

মোট ভূমির/সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য ঃ

(ক) বাস্তুভিটার পরিমাণ ঃ ....শতক, মূল্য .... (কথায়) ....

(খ) জমি/কৃষি জমির পরিমাণ ....শতক, মূল্য .... (কথায়) ....

(গ) অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ .... মূল্য ....

তারিখ	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	সার্ভিস চার্জ ধার্য	অন্যান্য	মোট ডেবিট স্থিতি	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ			
					কিস্তির সংখ্যা	আসল	সার্ভিস চার্জ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	(২+৩+৪) ৫	৬	৭	৮	৯

মোট আদায়	মোট স্থিতি	কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর স্বাক্ষর	ব্যবস্থাপক/২য় কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
(৭+৮+৯) ১০	(৫-১০) ১১	১২	১৩	১৪

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.... শাখা

.... অঞ্চল ।

মাসের নাম ঃ...............................

"ঘরে ফেরা" (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহিতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণ			ঋণপরিশোধসূচি (পাক্ষিক/মাসিক/দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক)		ধার্যকৃত সুদ	টোকেন আদায়ের পরিমাণ	সুদসহ ঋণের কিস্তির পরিমাণ (সকলখাত একত্রে)		
			খাত	তারিখ	পরিমাণ	কিস্তির সংখ্যা	কিস্তি শুরুর তারিখ			মূল ঋণের কিস্তি	সুদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ			খেলাপী ঋণের পরিমাণ ও কিস্তির সংখ্যা		স্থিতি/অনাদায়ী .... পর্যন্ত			ঋণ গ্রহিতাদের সঞ্চয়ী হিসাবে মোট জমার পরিমাণ	সঞ্চয়ী হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ (যদি থাকে)	মন্তব্য (ঋণ খেলাপী হলে/ সঞ্চয় নিয়মিত জমা না করলে কারণ উল্লেখ করতে হবে)	ঋণ গ্রহিতা পরিবার সহ গ্রামে বসবাস করছে কিনা এ সম্পর্কে মন্তব্যঃ (না, হলে কারণ উল্লেখ করতে হবে)।
আসল আদায়	সুদ	মোট	কিস্তির সংখ্যা	পরিমাণ সুদসহ	আসল	সুদ	মোট				
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫

স্বাক্ষর
২য় কর্মকর্তা

স্বাক্ষর
ব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সংযুক্তি-১৩

.... শাখা

.... অঞ্চল।

মাসের নাম ঃ..............................

'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায় গৃহায়ন তহবিল খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহিতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণ			ঋণ পরিশোধসূচি (মাসিক)		সার্ভিস চার্জসহ ঋণের কিস্তির পরিমাণ (সকলখাত একত্রে)		
			খাত	তারিখ	পরিমাণ	কিস্তির সংখ্যা	কিস্তি শুরুর তারিখ	মূল ঋণের কিস্তি	সার্ভিস চার্জ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ			খেলাপী ঋণের পরিমাণ ও কিস্তির সংখ্যা		স্থিতি/অনাদায়ী .... পর্যন্ত			ঋণ গ্রহিতা পরিবার সহ গ্রামে বসবাস করছে কিনা এ সম্পর্কে মন্তব্যঃ (না, হলে কারণ উল্লেখ করতে হবে)।
আসল আদায়	সার্ভিস চার্জ	মোট	কিস্তির সংখ্যা	পরিমাণ (সাঃ চার্জসহ)	আসল	সার্ভিস চার্জ	মোট	
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

স্বাক্ষর
২য় কর্মকর্তা

স্বাক্ষর
ব্যবস্থাপক

গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন

* ২২০-৩০০ বর্গফুটের আয়তনের টিনের দোচালা/চৌচালা গৃহ নির্মাণ উপকরণ ও ব্যয়ের বিবরণী

সংযুক্তি-১৪

উপকরণের ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	পরিমাপ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ ৩৫,০০০/- টাকা হিসেবে	ব্যয়ের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকা হিসেবে
১	আরসিসি পিলার	৪´´ X ৪´´ X ১০.৫´	১০	৩৫০০.০০	৫০০০.০০
২	চালার জন্য সিআই শীট	০.৩৫ এমএম ৮´	২০	৭০০০.০০	১০০০০.০০
৩	বেড়ার জন্য সিআই শীট	০.২৮ এমএম ৭´	২৬	৬৭৬০.০০	৯৬৭০.০০
৪	ভেন্টিলেটর জন্য কালার শীট	১১´ X ২.৫´	২	৭০০.০০	১০০০.০০
৫	দরজা ও জানালার জন্য কালার শীট	৬´ X ২.৫´	৩	৯০০.০০	১২৮০.০০
৬	টুয়া	০.২৮ এমএম	৪	৮০০.০০	১১৪০.০০
৭	প্রক্রিয়াজাতকৃত রেইন ট্রি/তাল/রোড চাম্বল অথবা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উন্নতমানের কাঠ				
	পাইড়	২´´ X ২.৫´´ X ২০´ X ২	১.৩৯		
		২´´ X ২.৫´´ X ১১´ X ২	০.৭৬		
	আড়া	২´´ X ৩´´ X ১১´ X ৩	১.১৪		
	চাল				
	রোয়া	২´´ X ২´´ X ৮´ X ১৪	৩.১১		
	বাটাম	১.৫´´ X ২´´ X ২২´ X ৮	৩.৬৬		
	বেড়ায় কাঠ		৪.৮৫		
	৩´ X ২.৫´ পরিমাপের দুটি জানালা				
	চৌকাঠ	২´´ X ২.৫´´ X ১২´ X ২	০.৮৩		
	পাল্লার ফ্রেম	২´´ X ১.৫´´ X ১৩.৫´ X ২	০.৫৬		
	৬´ X ২.৫´ পরিমাপের দুটি জানালা				
	চৌকাঠ	২´´ X ২´´ X ১৯´ X ২	১.৫৮		
	পাল্লার ফ্রেম	২´´ X ১.৫´´ X ২২´ X ২	০.৯২		
	১১´ X ৭ X ৭ আকারের দুটি ভেন্টিলেটর ফ্রেম	১.৫´´ X ২´´ X ৩২´ X ২	১.২৫		
	মোট কাঠের পরিমাপ		২০.০৫	১০৪২৬.০০	১৪৯০০.০০
৮	নাট, বোল্ট, স্ক্রু, ওয়াসার, পেরেক, জানালার রড, কব্জা ও ছিটকানি ইত্যাদি			১০০০.০০	১৪৩০.০০
৯	মিস্ত্রি খরচ			৩০০০.০০	৪২৮০.০০
১০	সাইন বোর্ড			১৫০.০০	২০০.০০
১১	পরিবহন/বিবিধ খরচ			৭৬৪.০০	১১০০.০০
			সর্বমোট ঃ	৩৫০০০.০০	৫০০০০.০০

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

মাঠ জরিপ প্রতিবেদন
অংশ-ক

.... শাখা

.... অঞ্চল ।

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি
জরিপকালে বস্তিবাসী প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তের প্রশ্নমালা ঃ
(বস্তিবাসীর নিজ গ্রামের ২ জন গ্রামবাসীর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে) ।

সরেজমিন তদন্তটি স্বামী/স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

১ । জরিপকৃত বস্তিবাসীর নাম.................................... পিতা/স্বামীর নামঃ ....
মাতার নামঃ .... গ্রাম......................................
ইউনিয়ন ঃ .... ডাকঘরঃ .... উপজেলা ঃ .... জেলাঃ ....
২ । স্ত্রীর নামঃ ....
পিতা/স্বামীর নাম ঃ .... মাতার নামঃ ....

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী গ্রামবাসীর নাম ও ঠিকানা ঃ

১ম গ্রামবাসী ঃ
নামঃ...
পিতার নামঃ.. মাতার নামঃ..
গ্রামঃ .... ইউনিয়ন ঃ.................... উপজেলা ঃ.................. জেলা ঃ ....
বয়সঃ.................. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.................................... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ.......................... ।

২য় গ্রামবাসী ঃ
নামঃ...
পিতার নামঃ.. মাতার নামঃ..
গ্রামঃ .... ইউনিয়ন ঃ.................... উপজেলা ঃ.................. জেলা ঃ ....
বয়সঃ.................. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.................................... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ.......................... ।

জরিপকৃত বস্তিবাসীর প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই এর জন্য প্রশ্নমালা ঃ
প্রশ্নমালার ভিত্তিতে প্রদত্ত জবাব/তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

১ । আপনি কি আপনার গ্রামের জনাব .... পিতা ঃ ....
কে এবং তার স্ত্রীকে চেনেন বা জানেন? তিনি কি আপনার গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

২ । তিনি কি পরিবারসহ গ্রামে থাকেন? নাকি ঢাকায় থাকেন?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = গ্রামে থাকেন/ঢাকায় থাকেন/অন্যত্র থাকেন ।
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = গ্রামে থাকেন/ঢাকায় থাকেন/অন্যত্র থাকেন ।

৩। ঢাকা শহরে তিনি/তারা কতদিন আছেন এবং কোথায় থাকেন?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

৪। আপনার জানামতে শহরে সে/তারা কোন বস্তিতে থাকে এবং কি কাজ করে?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

৫। (ক) গ্রামের সাথে তার/তাদের যোগাযোগ আছে কি?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

(খ) কতদিন পরপর তারা গ্রামে আসেন এবং সর্বশেষ কতদিন পূর্বে গ্রামে এসেছিলেন?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

৬। তার/তাদের ঢাকা শহরে যাবার কারণ কি?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

৭। তার/তাদের নিজ নামে কোন ভিটামাটি রয়েছে কিনা এবং থাকলে পরিমাণ কতটুকু?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = [হ্যাঁ] [না] পরিমান .... শতাংশ/কড়া/গন্ডা

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = [হ্যাঁ] [না] পরিমান .... শতাংশ/কড়া/গন্ডা

৮। ভিটায় তার কোন ঘর রয়েছে কিনা?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = [হ্যাঁ] [না] .... টি ঘর

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = [হ্যাঁ] [না] .... টি ঘর

৯। (ক) গ্রামে নিজ নামে তার/তাদের কোন আবাদী জমি (চাষযোগ্য জমি) আছে কিনা?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

(খ) আবাদী জমি থাকলে তার পরিমাণ কতটুকু?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = ... শতাংশ/কড়া .... গন্ডা .... বিঘা/কানি

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = ... শতাংশ/কড়া .... গন্ডা .... বিঘা/কানি

১০। আবাদী জমি থাকলে, বর্তমানে তা কি অবস্থায় রয়েছে বা কার দখলে রয়েছে?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১১। তার/তাদের নিজস্ব ঘর, নিজনামে ভিটা ও আবাদী জমি থাকলে, তা কি তিনি পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন, নাকি ক্রয়সূত্রে এর মালিক হয়েছেন?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১২। (ক) নিজস্ব ভিটা মাটি না থাকলে তিনি গ্রামে এলে কোথায় থাকেন/অবস্থান করেন?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = পৈত্রিক ভিটায় আলাদা ঘরে/পিতার ঘরে/অন্যের ভিটায়
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = পৈত্রিক ভিটায় আলাদা ঘরে/পিতার ঘরে/অন্যের ভিটায়

(খ) তার পিতা জীবিত আছেন কিনা?
পিতার ক'জন ওয়ারিশ আছে?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

(গ) পিতার ভিটাবাড়ী, ঘর ও আবাদী জমির পরিমাণ কতটুকু আছে বা মারা গেলে কতটুকু রেখে গিয়েছেন?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = ... কড়া/শতাংশ/ভিটা বাড়ী
.... কড়া/শতাংশ আবাদী জমি
.... টি বসত ঘর
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = ... কড়া/শতাংশ/ভিটা বাড়ী
.... কড়া/শতাংশ আবাদী জমি
.... টি বসত ঘর

(ঘ) পিতার উক্ত আবাদী জমি তার চাষাধীনে রয়েছে কিনা বা বন্ধক দেয়া কিনা?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = ...কড়া/শতাংশ চাষাধীন
.... কড়া/শতাংশ বন্ধক দেয়া
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = ...কড়া/শতাংশ চাষাধীন
.... কড়া / শতাংশ বন্ধক দেয়া

(ঙ) পিতা মৃত হলে পৈত্রিক সূত্রে তার অংশে সম্পত্তি (ঘর, ভিটা, আবাদী জমি) কতটুকু পেয়েছিলেন এবং বর্তমান তা নিজ দখলে রাখতে পেরেছেন কিনা?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর = ... শতাংশ/কড়া/গন্ডা, ভিটাবাড়ী আছে/ভিটা বাড়ী পায়নি
.... শতাংশ/কড়া/গন্ডা, আবাদী জমি আছে/কোন আবাদী জমি পায়নি
.... নিজ দখলে সম্পূর্ণ আছে/কিছু আছে/কিছুই দখলে নেই/বন্ধক দেয়া আছে
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর = ... শতাংশ/কড়া/গন্ডা, ভিটাবাড়ী আছে/ভিটা বাড়ী পায়নি
.... শতাংশ/কড়া/গন্ডা, আবাদী জমি আছে/কোন আবাদী জমি পায়নি
.... নিজ দখলে সম্পূর্ণ আছে/কিছু আছে/কিছুই দখলে নেই/বন্ধক দেয়া আছে

১৩। তিনি গ্রামে বসবাসকালে কি কাজ করতেন?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১৪। (ক) তিনি বা তার স্ত্রী কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছে কিনা? ঋণ থাকলে পরিমাণ উল্লেখ করুন (প্রতিষ্ঠানের নামসহ)ঃ
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =
(খ) তার পিতার নামে কোন ব্যাংক ঋণ আছে কিনা?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১৫। তাকে/তাদেরকে যদি ঋণ দেয়া হয় তাহলে তারা পরিবারসহ স্থায়ীভাবে গ্রামে চলে আসবে বলে আপনি মনে করেন কিনা?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =
প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১৬। তাকে/তাদেরকে এ কর্মসূচিতে ঋণ দেয়া হলে তা সার্বিকভাবে ব্যবহার করে ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করবে বলে আপনি মনে করেন কিনা?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১৭। আপনি কি মনে করেন এ ঋণ পেলে সে/তারা উপকৃত হবে?

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১৮। সে/তারা লোক হিসাবে কেমন? কোন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত আছে কিনা? (স্বভাব-চরিত্র ও কর্মক্ষম কিনা এ সম্পর্কে তথ্য দিন)

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

১৯। অন্যান্য বিষয়ে অতিরিক্ত মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত তথ্য ঃ ১ম গ্রামবাসীর =

প্রদত্ত তথ্য ঃ ২য় গ্রামবাসীর =

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী
১ম গ্রামবাসীর স্বাক্ষরঃ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী
২য় গ্রামবাসীর স্বাক্ষর

২০। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে জরিপকৃত সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসী সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরঃ

মাঠ কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

নামসহ সীল ঃ

নামসহ সীলঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

মাঠ জরিপ প্রতিবেদন

অংশ-খ

.... শাখা

.... অঞ্চল ।

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি

সনাক্তকারীর অংশ

জরিপকৃত বস্তিবাসীর নামঃ .... পিতা/স্বামীর.. মাতার নাম .... গ্রামঃ .... ইউনিয়ন ঃ................... উপজেলা ঃ.................. জেলা ঃ ....

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় জরিপকৃত বস্তিবাসীর প্রস্তাবিত সনাক্তকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ঋণের সনাক্তকারী হওয়া/না হওয়ার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য ঃ

বস্তিবাসী কর্তৃক প্রস্তাবিত সনাক্তকারীর নাম ও ঠিকানাঃ	প্রস্তাবিত সনাক্তকারী না পাওয়া গেলে স্বেচ্ছায় কেহ সনাক্তকারী হলে তার নাম ও ঠিকানাঃ
সনাক্তকারীর নামঃ .... পিতার নামঃ .... মাতার নামঃ .... গ্রামঃ ....ইউনিয়নঃ .... ডাকঘরঃ..................উপজেলাঃ .... বয়সঃ .... শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	নামঃ .... পিতার নামঃ .... মাতার নামঃ .... গ্রামঃ ....ইউনিয়নঃ .... ডাকঘরঃ..................উপজেলাঃ .... বয়সঃ .... শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

১। আপনার নাম কি?
পিতার নামসহ ঠিকানা বলুনঃ
নামঃ .... পিতার নামঃ ....
মাতার নামঃ...গ্রামঃ .... ইউনিয়ন ঃ ....
ডাকঘরঃ...উপজেলাঃ.............................. জেলা ঃ ....
বয়স...শিক্ষাগতযোগ্যতাঃ ....

০২। আপনি কি .... গ্রামের জনাব ....
পিতাঃ .... কে চেনেন?
প্রদত্ত তথ্য ঃ ....

৩। আপনার জানামতে তার/তাদের নিজস্ব ঘর, ভিটামাটি; আবাদী জমির পরিমাণ কতটুকু? ভিটামাটি/জমি নিজস্ব না থাকলে পিতার ঘর, ভিটামাটি ও আবাদী জমির পরিমাণ কতটুকু রয়েছে বলে জানেন?
প্রদত্ত তথ্যঃ নিজস্ব/পৈত্রিক = ... টি ঘর আছে/ঘর নেই
.... কড়া/শতাংশ/গন্ডা/ভিটাবাড়ী জমি আছে/ভিটা নেই
.... কড়া/শতাংশ/গন্ডা, আবাদী জমি আছে/আবাদী জমি নেই

৪। জনাব .... ও তার স্ত্রী কোথায় থাকে এবং কি করে?
প্রদত্ত তথ্যঃ..................................

৫। আপনার সাথে তার সম্পর্ক কি?
প্রদত্ত তথ্যঃ..................................

৬। জনাব .... কর্তৃক আপনাকে তার ঋণের জন্য সনাক্তকারীর প্রস্তাব করা হয়েছে; বিষয়টি আপনি জানেন কি?
প্রদত্ত তথ্যঃ..........................

৭। আপনার স্থাবর সহায় সম্পত্তির বিবরণ দিনঃ
প্রদত্ত তথ্যঃ

আবাদী জমি	....	শতাংশ/কড়া/গন্ডা/কানি, আবাদী জমি আছে/আবাদী জমি নেই
ভিটাবাড়ী	....	শতাংশ/কড়া/গন্ডা/কানি, ভিটা বাড়ী আছে/ভিটাবাড়ী নেই
ঘর	....	টি ঘর আছে।
অন্যান্য সম্পত্তিঃ	....	

৮। ব্যাংক থেকে যদি 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায় তাকে/তাদের ঋণ দেয়া হয় তাহলে আপনি তার/তাদের সনাক্তকারী হবেন কিনা? আপনি তার/তাদের পরিবারসহ গ্রামে বসবাসের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করবেন কিনা? (উত্তর হ্যাঁ হলে স্বাক্ষর দিন)
প্রদত্ত তথ্যঃ..................................
স্বাক্ষর ঃ............................

৯। আপনার কোথায়ও কোন ঋণ আছে কিনা? (থাকলে ব্যাংকের নাম ও পরিমাণ বলুন)ঃ
প্রদত্ত তথ্যঃ............................

১০। সনাক্তকারী না হওয়ার কারণ কি?
প্রদত্ত তথ্যঃ..........................

১১। আপনি কি মনে করেন ব্যাংক ঋণ দেয়া হলে তিনি/তারা স্থায়ীভাবে গ্রামে ফিরে আসবে?
প্রদত্ত তথ্যঃ............................

১২। আপনি কি মনে করেন এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ দিলে তিনি/তারা উপকৃত হবে।
প্রদত্ত তথ্যঃ............................

১৩। তাকে/তাদের এ কর্মসূচিতে ঋণ দেয়া হলে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করবে বলে আপনি মনে করেন কিনা?
প্রদত্ত তথ্যঃ............................

১৪। জনাব .... ও তার স্ত্রী লোক হিসাবে কেমন? কোন অসামাজিক কাজে জড়িত কিনা? (স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করুন)ঃ
প্রদত্ত তথ্যঃ............................

১৫। অতিরিক্ত মন্তব্য ঃ

(জরিপকৃত বস্তিবাসীর পিতা সনাক্তকারী হলে তার নিকট হতে এ প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করতে হবে)।

আপনার পুত্রকে ঋণ দেয়া হলে আপনি তাকে আপনার ভিটায় ঘর তুলে বসবাস করতে দিবেন কিনা এবং ভবিষ্যতে সে আপনার ভিটা ও আবাদী জমির কতটুকু পরিমাণ অংশীদার হবেন।

প্রদত্ত তথ্যঃ

প্রস্তাবিত সনাক্তকারী/স্বেচ্ছায় হওয়া সনাক্তকারীর স্বাক্ষরঃ

তথ্য সংগ্রহ কারীদ্বয় ঃ

স্বাক্ষর
(সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মকর্তা)
সীলসহ

স্বাক্ষর
(ব্যবস্থাপক)
সীলসহ

প্রস্তাবিত সনাক্তকারী/স্বেচ্ছায় হওয়া সনাক্তকারীর স্বাক্ষরঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

মাঠ জরিপ প্রতিবেদন
অংশ-গ

.... শাখা
.... অঞ্চল ।

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচি

'ঘরে ফেরা' (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন) কর্মসূচির আওতায় বস্তিবাসীর নিজ ভিটা বাড়ী/পৈত্রিক বাড়ী সরেজমিন তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ

জরিপকৃত বস্তিবাসীর নামঃ .... পিতা/স্বামীর নামঃ ....

মাতার নাম .... গ্রামঃ ....ডাকঘর..............................

ইউনিয়ন ঃ...................................... উপজেলা ঃ................................ জেলা ঃ ....

মাঠ কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপক কর্তৃক যৌথভাবে এ অংশে ছিন্নমূল বস্তিবাসীর নিজস্ব বাড়ীঘর/পৈত্রিক বাড়ীঘর তদন্ত করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং ব্যাংকের এ সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালার আলোকে বস্তিবাসী পরিবারকে ঋণ প্রদানের যোগ্যতা/অযোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য/মতামত দিতে হবে) ।

১। জরিপকৃত বস্তিবাসীর নিজবাড়ী/পৈত্রিক ভিটাবাড়ী সরেজমিন তদন্ত করা হয়েছে কিনা? [হ্যাঁ] [না]
তদন্তের তারিখঃ

২। সরেজমিন তদন্তে তার নিজস্ব ও পিতার ঘর, ভিটা ও আবাদী জমির পরিমাণ কতটুকু রয়েছে বলে জানা যায়? এসব সম্পত্তির স্থানীয় বর্তমান বাজার মূল্য কত হবে বলে জানা যায়?

সম্পত্তির বিবরণঃ স্থানীয় বর্তমান বাজার মূল্য নিজস্ব/পৈত্রিক .... টি ঘর আছে/ঘর নেই ।................... শতাংশ/কড়া/গন্ডা, ভিটা আছে/ভিটা নেই...................... শতাংশ/কড়া/গন্ডা, আবাদী জমি আছে/নেই............অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণঃ...বর্তমান বাজার মূল্য .... ।

৩। এ কর্মসূচির আওতায় জরিপকৃত বস্তিবাসীকে ঋণ প্রদান করা হলে তার পিতার কোন মন্তব্য/মতামত রয়েছে কিনা? (পিতা জীবিত ও গ্রামে থাকলে আলোচনা করে লিখুন)

৪। পিতা জীবিত না থাকলে তাকে ঋণ প্রদানের বিষয়ে তার ভাই, মা এর মতামত কি? (আলোচনা করে লিখুন)

৫। তাকে/তাদের ঋণ প্রদান করা হলে গ্রামে ফিরে আসবে কিনা এবং পরিবারসহ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করবে কিনা? এ ব্যাপারে পিতা/মাতা বা ভাই/আত্মীয়-স্বজনদের মতামত কি? (আলোচনা করে লিখুন) ।

৬। তার বা তার স্ত্রীর বা পিতা/মাতার নামে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখায় ঋণ রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য থাকলে তা প্রদান করুনঃ

৭। শাখার আওতাধীন এলাকায় যে ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব তার সংক্ষিপ্ত তথ্য দিনঃ

৮। ব্যাংক কর্মকর্তাদের সার্বিক মতামতঃ
(গ্রামবাসীর প্রদত্ত তথ্য, প্রস্তাবিত জামিনদার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও সরেজমিনে ভিটাবাড়ী তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তদন্তকারী/সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট ছিন্নমূল পরিবারকে ব্যাংকের এ সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালার আলোকে ঋণ প্রদানের যোগ্যতা/অযোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য/সুপারিশ করতে হবে) ।

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা (মাঠ কর্মকর্তা) এর মন্তব্য /সুপারিশঃ

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ
(সীলসহ)

(খ) শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য/সুপারিশঃ

ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর
(সীলসহ)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বস্তি জরিপ ফরম

প্রধান কার্যালয়

'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি

নমুনা নং ঃ
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ঃ
পদবী ও কর্মস্থল ঃ
তারিখ ঃ

১। বস্তিবাসীর নাম ঃ

২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। বয়স ঃ

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) ঃ

স্বামীর মোবাঃ নং ঃ
স্ত্রীর মোবাঃ নং ঃ
যে কোন একজন
আত্মীয়ের মোবাইল নং ঃ

৬। বর্তমান ঠিকানা ঃ পাড়া/মহল্লা/বস্তির নামঃ ....

ওয়ার্ড .... থানা .... জেলা ....

৭। স্থায়ী ঠিকানা/যদি থাকে ঃ

গ্রামঃ........................ডাকঘরঃ.................................. ইউনিয়নঃ ....

উপজেলাঃ .... জেলাঃ ....

৮। শহরে এসেছেন কতদিন হল ঃ

৯। বর্তমান বাসস্থানে কত বছর(সময়) যাবৎ আছেন?

ক) বর্তমান ঠিকানার পূর্বে কোথায় ছিলেন ঃ

খ) কতদিন ছিলেন ঃ

গ) একাধিক হলে উল্লেখ করুন এবং ঠিকানা বদলের কারণ কি?

ক্রমিক নং	ঠিকানাঃ	সময়কাল	স্থান পরিবর্তনের কারণ
ক)			
খ)			
গ)			

১০। বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা ? হাঁ ☐ না ☐

যদি হাঁ হয়, তাহলে কারণ উল্লেখ করুন ঃ

ক)

খ)

গ)

১১। আদি পেশা (মূল পেশা) সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক) পেশার নাম ঃ

খ) আয়ের পরিমাণ ঃ

গ) সঞ্চয়ের পরিমাণ (যদি থাকে) ঃ

১২। আয়-সম্পর্কীয় তথ্য ঃ

ক) বর্তমান আয়ের উৎস ঃ

খ) মাসিক আয়ের পরিমাণ ঃ

গ) মাসিক সঞ্চয় (যদি থাকে) ঃ

ঘ) কোন ব্যাংকে টাকা রেখেছেন কি? ঃ হাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোন ব্যাংকে লেনদেন করেন? ঃ

ঙ) বর্তমান সহায় সম্বল (যদি থাকে) ঃ

১৩। পরিবারের সদস্য সম্পর্কীয় তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	নাম	সম্পর্ক	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কর্মক্ষম কিনা	পেশা	মাসিক আয়	পূর্বের পেশা

পুরুষঃ

ক)

খ)

মহিলাঃ

ক)

খ)

শিশুঃ

ক)

খ)

১৪। (ক) গ্রামে আপনার ভিটা/ঘরবাড়ী/সম্পদ আছে কিনা? হাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তার পরিমাণ ঃ

ভিটাবাড়ী,বসত ঘর ও আবাদী জমি আছে	বসতভিটা ও ঘর আছে কিন্তু আবাদী জমি নেই	ভিটা আছে, বসতঘর নেই তবে আবাদী জমি আছে।	শুধু ভিটা আছে	কিছুই নেই/অন্যের আশ্রিত

(গ) গ্রামের ভিটামাটি/ঘর/জায়গা জমি কার নামে রয়েছে?

আপনার নিজের	আপনার স্ত্রী/স্বামী	পিতা-মাতা	অন্যান্য

(ঘ) সম্পত্তির বর্তমান মূল্য কত হতে পারে?

১৫। আপনার শহরে চলে আসার কারণ কি? ঃ

রাজনৈতিক	অর্থনৈতিক	সামাজিক	প্রাকৃতিক	ধর্মীয়	অন্যান্য

অন্যান্য কারণ ঃ

১৬। সার্বিক দিক থেকে আপনি কোথায় ভাল ছিলেন?

আদি বাসস্থানে ☐ বর্তমান অবস্থানে ☐

১৭। যদি আদি বাসস্থানেই ভাল ছিলেন, ব্যাংক ঋণ/সহায়তা পেলে আপনি কি আবার গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৮। জবাব "না" হলে তার কারণ ঃ

আর্থিক	শারীরিক	রাজনৈতিক	অন্যান্য

১৯। নিজ গ্রামের সাথে এখন কোন যোগাযোগ আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। সর্বশেষ কবে আপনার নিজ গ্রামে গিয়েছিলেন?

২১। (ক) অতীতে কোন ঋণ নিয়েছিলেন কিনা? নিয়ে থাকলে বিস্তারিত তথ্য বলুন ঃ

কখন	কোথা থেকে	কি উদ্দেশ্যে	টাকার পরিমাণ	ঋণ পরিশোধ করেছেন কিনা

(খ) যদি, ঋণ পরিশোধ না করে থাকেন তা হলে তার কারণ, টাকার পরিমানসহ বিস্তারিত তথ্য বলুন ঃ

২২। (ক) আপনি কি ঋণ নিতে আগ্রহী ঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, কার নামে ঋণ নিতে চান ?

(গ) হ্যাঁ হলে ফিরে যাওয়ার জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন ঃ

৫০০০/-	১০,০০০/-	১৫,০০০/-	২০,০০০/-	২৫,০০০/-	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	তদূর্ধ্ব

(ঘ) তদূর্ধ্ব হলে, কত টাকা ঃ

(ঙ) কোন খাতে ঃ

২৩। গ্রামে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা পাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কিভাবে সংসার নির্বাহ করবেন ঃ

নিজস্ব তহবিল ☐ অন্যদের কাছ থেকে কর্জের মাধ্যমে ☐ ব্যাংক ঋণ ☐

২৪। আপনাকে ঋণ দেওয়া হলে তা কি কাজে ব্যবহার করবেন?

বসতবাড়ীর জন্য জমি ক্রয়	বসত বাড়ী নির্মাণ	বর্গাচাষ	হাঁস/মুরগী পালন	গরু/ছাগল পালন	দোকান পাট	অন্যান্য

২৫। গ্রামে বা শহরে এমন কেউ কি আছেন যিনি ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে আপনার সনাক্তকারী হবেন? থাকলে তার

(ক) নাম ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ

২৬। (ক) ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য কত সময় প্রয়োজন?

৩ মাস ☐ ৬ মাস ☐ ১ বছর ☐ ২ বছর ☐ ৩ বছর ☐ তদূর্ধ্ব ☐

(খ) আপনি কিভাবে ঋণ পরিশোধ করতে চান?

সাপ্তাহিক ☐ পাক্ষিক ☐ মাসিক ☐ ত্রৈমাসিক ☐ অর্ধ-বার্ষিক ☐ বার্ষিক ☐

২৭। আপনি কি মনে করেন এ ঋণ চালু হলে ঋণ গ্রহণের জন্য মানুষের শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে? হ্যাঁ ☐ না ☐

২৮। অতিরিক্ত মন্তব্য ঃ

২৯। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মন্তব্য/সুপারিশ ঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
(সীলসহ)